কিশোর গল্প-২

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

অবাক করা আলোর পরশ

মোশাররফ হোসেন খান

RPAC

রহমত পাবলিকেশন্স এন্ড অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার

ঢাকা

অবাক করা আলোর পরশ

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায়

রহমত পাবলিকেশন্স এন্ড অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার, ঢাকা

www.pathagar.com

অবাক করা
আলোর পরশ

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশক :
এম.টি.আই. রহমত উল্ল্যাহ
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট
এলিফ্যান্ট রোড়, ঢাকা- ১০০০।

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০০৫

গ্রন্থস্বত্ব :
প্রকাশক কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
আর আই এস ডিজাইন সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট
এলিফ্যান্ট রোড়, ঢাকা-১০০০।

মূল্য : ৫০ টাকা

পরিবেশক

কাঁটাবন বুক কর্ণার
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট
এলিফ্যান্ট রোড়, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৬৬০৪৫২

গাজীপুর ইসলামী বুক কর্ণার
ঈদগাহ মসজিদ মার্কেট, (২য় তলা)
চান্দনা চৌরাস্তা, গাজীপুর
ফোন : ৯২৬৪১৮৩

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য কিশোর গল্প- (১) বইটি প্রকাশের পর বারবার পাঠকদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পর্বের জন্য চাহিদা আসতে থাকে। পাঠকদের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে, কবি মোশাররফ হোসেন খান ভাইকে জানাই। কবি মোশাররফ হোসেন খান ভাই তার শত ব্যস্ততার মাঝেও যখন শুনলেন কিশোর গল্প সিরিজ- ২ কিশোরদের চাহিদা ভালো তখন আর দেরী না করে "অবাক করা আলোর পরশ নামে - কিশোর গল্প সিরিজ-(২) তৈরী করে আমার হাতে দিলেন। আর আই এস প্রোডাক্টের কম্পোজ ও ডিজাইন এর দায়িত্বে নিয়োজিত মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিনকে দিয়ে বললাম এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কম্পোজ ও ডিজাইন করে দেন। নিজাম ভাই অত্যন্ত যত্ন সহকারে কম্পোজ করে আমাকে দিলেন।

আমি উহা কবি মোশাররফ হোসেন খান ভাইকে দিলাম, উনি অত্যন্ত ব্যস্ততার কথা জানালেন। আমি নাছোড় বান্দা হয়ে বললাম আপনার বই আপনি না দেখলে, ছোট ছোট শিশু কিশোররা বইটা সময়মত পাবে না, আর সময়মত না পেলে অন্যান্য ইসলাম বিরোধী বই পড়ে শিশু কিশোররা বিভ্রান্ত হবে।

সুতরাং আপনাকেই দেখতে হবে, তখন উনি তরিৎভাবে সকল কাজ ফেলে বইয়ের প্রুফ দেখে বইটিকে আরো ত্রুটিমুক্তভাবে প্রানবন্ত করেছেন। এতে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত। তরুণ শিশু কিশোরদের কাছে আমরা যদি কুরআন-হাদীস ভিত্তিক নবী রাসূল, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্বলিত বই ভালভাবে উপস্থাপনা করি। তবে কিশোররা উৎসাহবোধ করবে ও পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামের খেদমতে তাদের জীবন নিয়োজিত করবো।

আমাদের সাধ্যতীত চেষ্টার মাধ্যমে আমরা কবি মোশাররফ হোসেন খান এর কিশোর গল্প সিরিজ ধারাবাহিক প্রকাশ করে যাব ইনশাল্লাহ। আমাদেরকে আপনাদের সুন্দর পরামর্শ দিলে আরো সমৃদ্ধশালী করার চেষ্টা করিব।

আমাদের চেষ্টার বাইরে কোন ভূলত্রুটি স্বহৃদয়বান পাঠকের কাছে ধরা পড়লে আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা সংশোধন করে নেব। ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা আপনাদের দোয়া ও সহযোগীতা চাই, যাতে আমরা সারা জীবন ইসলামের তথা দ্বীনের বিশেষ করে শিশু কিশোরদের জন্য একটু সমৃদ্ধশালী সাহিত্য সৃষ্টি করে খেদমত করতে পারি।

আমিন
ছুম্মা আমীন ওমা তাওফীক ইল্লাহ বিল্লাহ
প্রকাশকের পক্ষে
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার

www.pathagar.com

গল্পসূচি

অবাক করা আলোর পরশ	৫
স্বপ্নের সোনালী ঘোড়া	১০
কেঁপেছিল আরশের ছাদ	১৫
ডেকে যায় নীলনদ	১৯
জ্বলে তার ছায়া	৩০
দু:সাহসী পতাকাবাহী	৩৫
প্রশান্তির তরু-তমাল	৩৯
সাহসের সামিয়ানা	৪৫
সুবাসিত ভোর	৫০
নবীন নক্ষত্র	৫৮

www.pathagar.com

অবাক করা আলোর পরশ

তার মনে ভীষণ কষ্ট।

সেই কষ্টের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তিনি।

নাওয়া-খাওয়ায় শান্তি নেই।

দুই চোখে ঘুম নেই।

কেবল মন ভার করে থাকেন সারাক্ষণ।

কিন্তু কেন?

কিসের কষ্ট?

কিসের যন্ত্রণা?

সে কেবল জানেন তিনিই।

আজ আর কোন বারনই শুনবেন না তিনিই।

শুনবেন না কারোর নিষেধ।

একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েই তিনি গেলেন রাসূলের(সা) কাছে।

আরজ করলেন, হে দয়ার নবী! আমি নিদারুণ মনের কষ্টে আছি। কারণ গতকাল উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। এই বেদনার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিনে।

রাসূল (সা) তাকালেন তার দিকে।

জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কেন তুমি কাল জিহাদে অংশ নিতে পারনি?

তিনি উত্তরে বললেন,

কারণ আমার পিতা, তিনি এমনভাবে আমাকে বললেন, যে তুমি তোমার সাতটি ছোটবোনকে দেখেশুনে রাখো। আমি জিহাদে যাচ্ছি। কারণ রাসূলের (সা) সাথে জিহাদে যাবার ব্যাপারে আমার ওপর তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারিনে। না জানি এই সৌভাগ্য থেকে কখন বঞ্চিত হয়ে যাই!

www.pathagar.com

হে দয়ার নবী! আমার পিতার নির্দেশ ও করুণ স্বর আমাকে বাধ্য করলো ঘরে থাকতে। আজ আমাকে জিহাদে অংশ নেবার একটি সুযোগ দিন।

রাসূল (সা) অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানালেন। আর সাথে সাথে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন।

তার স্বপ্ন সফল হলো!

সফল হলো তার ইচ্ছা ও বাসনা।

এই দু:সাহসী মুজাহিদের নাম- জাবির।

যেমন পিতা, তেমনি পুত্র!-

জাবিরের পিতা আবদুল্লাহ। যিনি উহুদ যুদ্ধে যাবার জন্য নিজের পরিবারের ভার দিয়ে গেলেন যোগ্যপুত্র জাবিরের ওপর।

পিতা, দু:সাহসী পিতা আবদুল্লাহ আল্লাহ ও প্রাণপ্রিয় রাসূলের মহব্বতে, ইসলামের খেদমতে নিজেকে সমর্পণ করলেন উহুদ প্রান্তরে।

জিহাদের ময়দানে।

আবদুল্লাহর বড় সাধ ছিল, বড় পিপাসা ও স্বপ্ন ছিল - শহীদ হবার।

আল্লাহ বড় মেহেরবান।

তিনি কবুল করলেন তাঁর প্রিয় বান্দা আবদুল্লাহকে। উহুদের জিহাদে।

আবদুল্লাহ ভীষণ গতিতে লড়ে যাচ্ছেন।

শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে ক্রমাগত সামনে চলেছেন।

সূর্যের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠছে তার তরবারি। তিনি কম্পন সৃষ্টি করে চলেছেন শত্রুর বুকে।

কিন্তু হঠাৎ!

হঠাৎই শত্রুর আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন অসীম সাহসী মুজাহিদ আবদুল্লাহ।

শত্রুরা তাকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। বিকৃত করে ফেললো তার দেহ।

তার দেহের বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো একটি কাপড়ে একত্রিত করা হলো।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহর এই অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসুল (সা) বললেন.

'তোমরা কাঁদো বা না কাঁদো যতক্ষণ লাশ না উঠাবে, ততোক্ষণই ফেরেশতারা ডানা দিয়ে তাকে ছায়া দিতে থাকবে।

মহান প্রভুর কি বিস্ময়কর কুদরত!

কত বড় সম্মান শহীদের জন্য!

শহীদ!

শহীদ বলে কথা!

আবদুল্লাহর জন্য আরও কিছু মর্যাদার নমুনা তখনো অপেক্ষায় ছিল।

উহুদ প্রান্তর।

এখানেই শহীদ হয়েছেন অনেক মুজাহিদ।

তাদেরকে এখানেই দাফন করা হয়েছে। সেই বহু মুজাহিদের সাথে আবদুল্লাহও আছেন। আছেন একই কবরে অন্য এক শহীদের সাথে।

এর ছয়মাস পর, পুত্র জাবির চাইলেন তার পিতাকে পৃথক একটি কবরে দাফন করতে।

যেই ভাবা, সেই কাজ।

ছয়মাস পর উহুদের সেই কবরটি খুঁড়ে তিনি অবাক হলেন।

একি!

একমাত্র কান ছাড়া পিতার সমগ্র শরীর ঠিক তেমনটিই রয়েছে, যেমনটি তাকে দাফন করা হয়েছিল। মনে হয়েছে তাকে এইমাত্র দাফন করা হলো।

এরও চল্লিশ বছর পর।-

মুয়াবিয়া যখন উহুদের কূপ খনন করান, তখন অন্যান্য শহীদের সাথে জাবিরের পিতা আবদুল্লাহর লাশটিও উঠে আসে।

এবং কি আশ্চর্য!

তখনও তার লাশটি ছিল অবিকৃত।

একেবারেই তরতাজা।

www.pathagar.com

কথিত আছে।-

উহুদে আবদুল্লাহর লাশটি যখন শত্রুরা ছিন্নভিন্ন, টুকরো টুকরো করে ফেললো, তখন আল্লাহপাক মহান রাব্বুল আলামীন তার টুকরোগুলো একত্রিত করে, তারপর জীবিত করে মহান রব জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ তুমি কি চাও?

হযরত আবদুল্লাহ মুর্হূতমাত্র দেরি না করে বললেন,

আমি চাই রাব্বুল আলামীন, আমি চাই পুনরায় ফিরে যেতে এবং আবার শহীদ হতে।

যিনি শহীদের পেয়ালা পান করেছেন, তিনিই জানেন শহীদ হওয়াটা কতবড় মর্যদার ব্যাপার।

হযরত আবদুল্লাহ!

তিনি একবার শহীদ হওয়ার পর যখন দেখলেন, আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান শহীদেরা, তখন এই লোভাতুর মর্যাদার কথা ভেবে তিনি আবারও শহীদ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আল্লাহর কাছে।

আবদুল্লাহর পুত্র জাবিরও ছিলেন পিতার মত।

পিতার শাহাদাতের পর তিনি কাঁদছেন।

রাসূল (সা) কাছে, খুব কাছে এসে তাকে বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? তোমার পিতা তো সর্বোচ্চ সৌভাগ্য নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়েছে। শোনো, আয়িশা যদি তোমার মা হন, আর আমি যদি তোমার পিতা হই তাহলে কি তুমি খুশি হবে না?

খুশি মানে!

জাবির আলহামদুলিল্লাহ বলে রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

দয়ার নবীজী (সা) জাবিরের মাথায় বুলিয়ে দিলেন স্নেহের পরশ।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সা) জাবিরের মাথায় যেখানে স্নেহের হাত রেখেছিলেন, জাবিরের বয়সকালে মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গেলেও তার মাথার সেই জায়গাটির চুল কখনই সাদা হয়নি। রয়ে গিয়েছিল ঠিক আগের মতই। রাসূলের (সা) পরশ!

এমনই ছিল রাসূলের (সা) হাতের ছোঁয়া।

শুধু হাত কেন, রাসূলের (সা) যে কোন পরশই ছিল আলোকিত ও সফলতায় ভরা। যারা যেটুকু পেয়েছেন, তা দিয়েই ভরে গেছে তাদের সৌভাগ্যের ডালি।

সফল হয়েছেন তারা। ধন্য হয়েছেন তারা। যারা পেয়েছেন রাসূলের (সা) সান্নিধ্য।

প্রকৃত অর্থেই রাসূল (সা) ছিলেন অবাক করা আলোর পরশ। যার ছোঁয়ায় খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছিলেন রাসূলের (সা) সাহাবীরা (রা)।

আর কি এক গভীর টানে সেই সকল সাহাবীরা নিজেদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান ভেবেছিলেন আল্লাহ, রাসূল (সা) আর ইসলামের পথে সংগ্রাম করাকে।

যারা প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে চায়, তাদেরকে তো তেমনি হতে হবে, যেমনটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) পছন্দ করেন।

যারা সাহসী, যারা জান্নাতের পিয়াসী তারাই কেবল পারেন নিজেদেরকে তেমন যোগ্য করে গড়ে তুলতে। যাবতীয় রহমত, বরকত এবং সুসংবাদ তো কেবল তাদের জন্যই।

আহ!

হযরত আবদুল্লাহ, তার পুত্র জাবির এবং সকল দুঃসাহসী শহীদ সাহাবীদের মত হতে কার না লোভ হয়!

মহান রাব্বুল আল্লামীন আমাদেরকে তেমননি হবার জন্য কবুল করুন। ■

www.pathagar.com

স্বপ্নের সোনালী ঘোড়া

ইসলামের আলো তখন কেবল ছড়াতে শুরু করেছে চারিদিকে।

বলতে গেলে ইসলামের একেবারেই প্রথম পর্যায়।

এমনই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন আবদুল্লাহ।

নেহায়েত কম বয়স।

সেই বয়সে দীনের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই তিনি রাসূলের (সা) সাথী হয়ে গেলেন।

কিন্তু পিতা!

পিতা সুহাইল কোনক্রমেই তখনো ইসলাম গ্রহণ করতে নারাজ।

শুধু কি তাই!

ইসলাম গ্রহণের ফলে পুত্রকে তিনি শাসাতে থাকেন সর্বক্ষণ।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন?

আবদুল্লাহ প্রাণ খুলে কাজ করতে পারেন না আল্লাহর রাস্তায়।

প্রাণভরে গ্রহণ করতে পারেন না রাসূলের (সা) সান্নিধ্য।

এক সময় মর্মবেদনায় তিনি চলে গেলেন হাবশায়।

গেলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকতে পারলেন না।

আবারও ফিরে এলেন মক্কায়।

পিতার গৃহে।

আবদুল্লাহকে হাতে পেয়ে সুহাইল এবার তাকে বন্দি করলেন।

পিতার হাতে বন্দি পুত্র!

কি এক নির্মম পরিহাস!

এরপর থেকে আবদুল্লাহর ওপর চলতে থাকলো পিতার নির্যাতন।

নিজের সন্তান!

www.pathagar.com

কত আদরের!

কত স্নেহের!

কত ভালোবাসার!

কিন্তু, না। সকল মায়ায় বাঁধন ছিঁড়ে গেল পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কারণে।

অত্যাচার আর নির্যাতন!

চলছে তো চলছেই।

এক সময় সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল। আর সইতে পারছেন না পুত্র আবদুল্লাহ। পিতার হাত থেকে এবং বন্দিদশা থেকে মুক্তিও পাচ্ছেন না।

কি করা যায়?

ভাবলেন আবদুল্লাহ।

তারপর কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নেবার চিন্তা করলেন।

তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এমন ভান করলেন, যেন ইসলাম ত্যাগ করেছেন।

তার এই কৌশল বেশ কাজে লাগলো।

এখন পিতার অত্যাচার আর নেই। নেই আর বন্দিদশা।

রাসূল (সা) হিজরত করেছেন মদিনায়।

এরই মাঝে শুরু হয়ে গেল বদরের যুদ্ধ।

সেই এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ!

এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সুহাইলের পুত্র আবদুল্লাহকে পাঠালো কুরাইশরা।

বদর প্রান্তর।

চলছে যুদ্ধের মহড়া।

ঠিক এমনি এক সময় আবদুল্লাহ দ্রুত চলে গেলেন মুসলিম মুজাহিদদের কাতারে। শামিল হয়ে গেলেন তিনি জানবাজ সত্যের সৈনিকদের মাঝে।

বিস্ময়ে হতবাক কুরাইশরা!

www.pathagar.com

তাদের চেয়েও বেশি হতবাক পিতা সুহাইল।

ব্যাপার কি?

তাহলে কি আবদুল্লাহ প্রকৃত অর্থেই ইসলাম ত্যাগ করেনি?

না, করেননি।

কারণ ঈমানের নূর ও রশ্মি একবার যে হৃদয়ে প্রবেশ করে, সেই হৃদয় তো হয়ে যায় ওহুদ পর্বত।

সেখানে থাকে না কোন ভয়। থাকে না কোন শংকা।

আবদুল্লাহও এখন সেই সকল সাহসী মুজাহিদদের কাতারে, যারা ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলের (সা) জন্য সকল কিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

বদর প্রান্তরে পিতার প্রতিকূলে পুত্রকে দেখে তার পিতা আবদুল্লাহর ওপর ভীষণভাবে রেগে গেলেন। পুত্রকে যোগ্যতম শাস্তি দেবার জন্য প্রাণপণে এগিয়ে গেলেন। তার ইচ্ছা-বদর প্রান্তরেই হোক পিতা-পুত্রের ফয়সালা।

কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না সুহাইল।

মুসলিম বাহিনীর রণকৌশল, শক্তি এবং আত্মত্যাগের যে সাহসী সৈকত আছড়ে পড়তে দেখলেন, তাতে করে তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন।

পুত্রকে উচিত শিক্ষা দেয়া তো দূরের কথা, নিজেরাই শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

যুদ্ধে পরাস্ত হলো মুশরিক বাহিনী।

আর বিজয়ের আলোয় উদ্ভাসিত হলো মুসলিম বাহিনী।

যুদ্ধে আবদুল্লাহ ছিলেন রাসূলের(সা) সাথে।

তিনি জীবন-মৃত্যুর চিন্তা দূরে রেখে কেবল আল্লাহ ও রাসূলের(সা) জন্য লড়ে গেছেন সাহসের সাথে।

সুতরাং বদর বিজয়ের আনন্দে তিনিও সমান আনন্দিত।

শুধু বদর নয়।

www.pathagar.com

বদরের পর রাসূল (সা) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি রাসূলের (সা) সাথে ছিলেন। এমন কি মক্কা বিজয়ের সময়ও তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) সঙ্গী।

মক্কা বিজয় করলেন রাসূল (সা)

বিনা রক্তপাতে ঘটে গেল এক মহান বিজয়!

মক্কা বিজয়ের পরও সুহাইল রয়ে গেলেন আগের মত, মুশরিক অবস্থায়। কিন্তু আশংকা করলেন তার জীবননাশের।

ভয়ে তিনি জড়োসড়ো।

পুত্র আবদুল্লাহকে খুব সংকোচের সাথে বললেন রাসূলের (সা) কাছে যেতে। রাসূল (সা) যেন তাকে জীবনের নিশ্চয়তা দেন সেই জন্য।

পিতার কথা রাখলেন পুত্র আবদুল্লাহ।

রাসূলকে (সা) বলতেই দয়ার নবীজী (সা) বললেন, ঠিক আছে, তোমার পিতাকে জীবনের নিশ্চয়তা দেয়া গেল।

মহা খুশীর সাথে সংবাদটি নিয়ে গেলেন আবদুল্লাহ তার পিতার কাছে।

ছেলের জন্য তিনি এই যাত্রায় রক্ষা পেলেন। কথাটা মনে করে তিনি ভীষণ খুশি হলেন।

এরপর তিনি কিছুটা দোদুল্যমানতায় ভুগলেও শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হুনায়েন যুদ্ধের জন্য কাফেলা প্রস্তুত। এই কাফেলায় আছেন আবদুল্লাহর পিতা সুহাইলও।

তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু কিছু দূর যাবার পরই তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ থেকে শুরু করে প্রতিটি যুদ্ধেই সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন।

www.pathagar.com

রাসূলে (সা) ইন্তেকালের পরও তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন বেগবান বাতাসের ঘোড়া।

হিজরী ১২ সন।

এই সময়ে ইয়ামামার প্রান্তরে ভণ্ড নবী মুসাইলামার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে শহীদ হন সত্যের সাহসী সৈনিক আবদুল্লাহ!

পিতা সুহাইল তখনো জীবিত। তিনিও দেখলেন প্রাণপ্রিয় পুত্রের আত্ম-কুরবানির এক করুণ দৃশ্য!

কিন্তু এতটুকু বিচলিত কিংবা কম্পিত হলো না তার বুক।

কারণ তিনি জানেন শহীদের মর্যাদা!

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মদিনা থেকে মক্কায় এলেন হজ্জের উদ্দেশ্যে।

এসেই তিনি সাক্ষাৎ করলেন আবদুল্লাহর পিতা সুহাইলের সাথে।

তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন খলীফা আবুবকর (রা)

কিন্ত মুজাহিদের প্রাণ বলে কথা!

আবদুল্লাহর পিতা সুহাইল হযরত আবুবকরকে (রা) বললেন,

'রাসূল (সা) বলেছেন, একজন শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তর জনের শাফায়াত বা সুপারিশ করবে। আমার প্রত্যাশা, সেই সময় আমার পুত্র আবদুল্লাহ আমাকে ভুলবে না।

আল্লাহর কাছে শহীদের এমনি মর্যাদা!

সৌভাগ্যবান শহীদের পিতারাই তো কেবল প্রত্যাশার প্রান্তসীমায় দাবড়িয়ে দিতে পারেন এমনি স্বপ্নের সোনালী ঘোড়া। ■

www.pathagar.com

কেঁপেছিল আরশের ছাদ

গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি করতে চাইলেন রাসূল (সা)।

কিন্তু সা'দ ইবন মুয়াজ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন।

তিনি রাসূলকে (সা) বললেন,

হে আল্লাহর রাসূল! এটা যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহলে আমরা তা পালন করবো। যদি আল্লাহর নির্দেশ হয় তাহলে তো অবশ্যই পালনীয়। তবে একটা কথা, আপনি কি আমাদের কথা ভেবেছেন?

রাসূল (সা) বললেন,

হ্যাঁ তোমাদের কথা ভেবেই এ ধরনের সন্ধিচুক্তি করতে চাইছি। কারণ আমি দেখছি, গোটা আরব এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। আমি চাইছি, অন্তত এই সন্ধিচুক্তির বিনিময়ে তাদের শত্রুতা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকুক।

রাসূলের(সা) কথা শেষ হতেই সা'দ বললেন,

হে রাসূল (সা)! তারা ও আমরা ছিলাম একই সাথে পৌত্তলিক। আজ আমরা ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্য লাভ করেছি। আল্লাহপাক ইসলাম ও আপনাকে দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর এখন কিনা আমাদের সম্পত্তির একটি অংশ তাদেরকে দিতে হবে! হে প্রিয়তম রাসূল (সা)! না, এমন কোন সন্ধির প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহপাক আমাদের ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা না করা পর্যন্ত শুধু তরবারি ছাড়া আমরা আর কিছুই তাদেরকে দেব না।

সা'দের কথা যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় রাসূল (সা) সেটা মেনে নিলেন।

সত্যিই এক অবাক করা বিস্ময়!

www.pathagar.com

যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে।

বর্ম পরে হাতে বর্শা নিয়ে সা'দ যুদ্ধের ক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছেন। পথে বনী হারেছার দূর্গে বসেছিলেন সা'দের আম্মা।

এবং কি বিস্ময়কর!

আম্মা চিৎকার করে বললেন,

প্রাণপ্রিয় সা'দ! তুমি তো পিছনে পড়ে গেছো। দ্রুত, আর দ্রুত যাও!

যেমন পুত্র, তেমনি তার দুঃসাহসিনী আম্মা!

সবাই উদগ্রীব।

বড় ব্যস্ত তারা আখেরাতের সওদা অর্জনের জন্য।

বর্ম পরে আম্মা এবং হযরত আয়িশাকে (রা) অতিক্রম করে যাবার সময় হযরত আয়িশা (রা) বললেন,

সা'দের বর্মটি কত ছোট!

যুদ্ধের ময়দান!

সত্য-মিথ্যার লড়াই!

যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য সা'দ প্রাণপণে ছুটছেন।

আর কতটুকু বাকী!

এই তো সামান্য।

দেখতে দেখতে তিনি পৌঁছে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। এবং তিনি যুদ্ধ শুরু না করতেই অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের একটি তীর সা'দের হাতে বিঁধে গেল।

সাথে সাথেই বয়ে গেল রক্তের প্লাবন।

মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হলো সেখানে।

রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন,

আহত সা'দকে রুফাইদার তাঁবুতে রাখো। তাহলে আমি অতি কাছ থেকেই তাকে দেখাশোনা করতে পারবো।

তাই করা হলো।

www.pathagar.com

দয়ার নবীজী প্রতিদিনই শিবিরে প্রবেশ করে আহত সা'দকে দেখাশোনা করতেন।

সা'দ সেখানে শুয়ে দুয়া করতেন,

'হে আল্লাহ! কুরাইশদের সাথে এ সংঘাত যদি এখনো অবশিষ্ট থাকে তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। তাদের সাথে লড়াই করা আমার বড়ই সাধ। কারণ, আপনার রাসূলকে (সা) তারা কষ্ট দিয়েছে। তাঁকে শুধু অস্বীকারই করেনি, তাঁকে তাঁর প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছে। আর যদি সংঘাত ও যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে, তাহলে এই ক্ষতের দ্বারাই আমাকে শাহাদাত দান করুন। আমার শাহাদাত কবুল করুন হে রাহমানুর রহীম!

কিছুদিন পরে, রাসূল (সা) নিজ হাতে সা'দের ক্ষত স্থানে সেঁক দিচ্ছেন। বন্ধ হয়ে গেল রক্তঝরা। কিন্তু ফুলে উঠলো ক্ষতস্থানটি। হঠাৎ একদিন তীব্র বেগে ফেটে সেই ক্ষতস্থান দিয়ে ঝরনার ধারার মত রক্ত ঝরতে লাগলো। রাসূল (সা) দৌড়ে এলেন। সা'দের রক্তে রাসূলের (সা) চেহারা ও দাড়ি ভিজে গেল।

সা'দের জন্য দুয়া করলেন রাসূল (সা)

'হে আল্লাহ ! সা'দ তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছে।

তোমার নবীকে (সা) সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁর পথে চলেছে।

তুমি তার রুহকে সর্বোত্তমভাবে কবুল করো।'

রাসূলের (সা) দুয়া শেষ হতেই চোখ খুললেন সা'দ। বললেন,

'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

ইন্তিকাল করলেন হযরত সা'দ।

চলে গেলেন প্রভুর দরবারে।

কিন্ত কি লোভনীয় সেই মর্যাদার মৃত্যু!

ইবনে ইসহাক বলেন,

www.pathagar.com

সা'দ ইবনে মুয়াজের ইন্তিকালের পর রাতের বেলা একটি রেশমী পাগড়ি মাথায় বেঁধে হযরত জিব্রাইল চলে এলেন রাসূলের (সা) কাছে। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মৃত ব্যক্তিটি কে? যার জন্য আসমানের সবগুলি দরোজা খুলে গেছে! এবং আরশ কেঁপে উঠেছে!'

এই হলেন হযরত সা'দ ইবন মুয়াজ।

যার জন্য আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

নেমে এসেছিলেন আসমান থেকে স্বয়ং জিবরাইল।

মূলত সম্মানিত করেছিল হযরত সা'দকে, তাঁর ত্যাগ ও মহত্বকে, তাঁর সাহস ও বিশ্বাসকে।

দু:সাহসী মুজাহিদ হযরত সা'দের মত আলোকিত জীবন গড়তে পারলে যে কোন সত্যের নক্ষত্রের জন্যও খুলে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অযুত রহমত, মাগফিরাত ও মহোত্তম সম্মানের দরোজা।

বস্তুত আমাদের সেটাই কামনা। ■

www.pathagar.com

ডেকে যায় নীলনদ

এক.

এতো সেই মিশর, যেখানে ছিলা ফেরাউনের রাজত্ব। আর ফেরাউনের রাজত্ব মানেই তো দগদগে ক্ষত, নিঃসীম অন্ধকার।

সেখানে বাতাস নেই, চাঁদ নেই, জোছনা নেই, মানবতা নেই। আছে কেবল জুলুমের দাবানল।

এই অন্ধকার ফুঁড়ে, এই কুয়াশা ভেদ করে নেমে এলেন এক অসীম সাহসী মানব হযরত মূসা (আ)!

মূসার (আ) উপস্থিতি মানেই তীব্রতর আলোর ঝলকানি।

একদিকে আলো, অপর দিকে আঁধারের প্রেত।

একদিকে সত্য আর অন্যদিকে মিথ্যা।

সত্য-মিথ্যার যুদ্ধের ইতিহাস পৃথিবীর প্রাচীনতম ইতিহাস। এবং শেষ পর্যন্ত সত্যেরই বিজয় হয় সুনিশ্চিত।

না, সে বিজয় আসে না ফুলেল সৌরভে।

আসে না কুসুমাস্তীর্ণ পথে।

বরং সে পথে থাকে বহু জীবন, বহু রক্ত, বহু ত্যাগ আর সমুদ্রসমান মহান কুরবানি।

যেমনটি প্রয়োজন ছিল মূসার (আ) বিজয়ের জন্য।

মূসা (আ) শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল লাঠিকে সাপে পরিণত করে মহান প্রভুর শক্তির সাক্ষ্য পেশ করার।

তবুও কি ক্ষান্ত হয়েছিল ফেরাউন?

তবুও কি শিক্ষা বা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিল সে?

www.pathagar.com

বদ নসিব তার জন্য, সে সত্যের পাঠ গ্রহণ করতে পারেনি।

ফেরাউন তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, রাব্বুল আলামীন যাদেরকে করেছেন অভিশপ্ত। যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন পাক পরওয়ারদিগার।

সুতরাং সে আলোকপ্রাপ্ত হবে কেমন করে?

বস্তুত ফেরাউন— যার অত্যাচার, উৎপীড়ন আর অপশক্তির অবসান ঘটলো নীলনদের গহীনে ডুবে।

এতো সেই মিশর- যেখানে মূসার হাতের লাঠি তৈরি করেছে সত্যের সনাক্তযোগ্য সাপ। এক মহান উপমা।

এতো সেই নীলনদ- যার বুকে মূসার লাঠির আঘাতে পানি দু'ভাগ হয়ে তৈরি হয়েছে সুপ্রশস্ত রাস্তা।

এতো সেই পথ- যে পথ দিয়ে মূসা চলেছেন তাঁর সত্যবাহী সত্যের সৈনিক নিয়ে।

এতো সেই নীলনদ- সেই প্রশস্ত পথ, যার মধ্যপথে এলে ফেরাউন ও তার বাহিনী অকস্মাৎ দেখলো পথ নেই পথের জায়গায়। শুধু পানি পানি আর পানি! এবং শেষ পর্যন্ত নীলনদের গভীরতম তলদেশই হলো তাদের ঠিকানা।

এটাই হয়।

এটাই মিথ্যার চরমতম পরিণাম।

রাব্বুল আলামীন তাঁর সত্যকে এভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেন আর মিথ্যাকে করেন পরাজিত।

বস্তুত মিথ্যা পর্যুদস্ত হবেই। এটা রাব্বুল আলামীনেরই এক জ্বলন্ত ঘোষণা।

www.pathagar.com

দুই .

সময় বদলায়।

শাসক বদলায়।

কিন্তু বদলায় না জুলুম ও নিপীড়ন।

বদল হয় না মিষকালো আঁধারের।

যতটুকু বদল হয় সে কেবল আদলের।

এক ফেরাউনের পতন হলেও জন্ম নেয় আরেক ফেরাউন। আরেক বেশে।

মিশরের জামাল নাসেরও কি সেই নরাধম ফেরাউনের জ্ঞাতি ভাই?-

প্রশ্নটি কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে একটি সত্য হৃদয়ের প্রশস্ত প্রান্তরে।

তিনি শুনেছেন সত্যসৈনিকের গগনবিদারি চিৎকার।

শুনছেন তাদের আহাজারি। শুনছেন তাদের সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার সুদৃঢ় প্রত্যয়ী উচ্চারণ।-

তিনি শংকিত।

তিনি ব্যথিত ও মর্মাহত।

তার দু'চোখে বেদনার বৃষ্টি।

সেটা নিজের জন্য নয়। এই রোদনের হাহাকার তাদের জন্য যারা আল্লাহর জমীনে তাঁরই দীন প্রতিষ্ঠার তামান্নায় ক্রমাগত ধাবমান।

আর এই অপরাধে জামাল নাসেরের রক্ত-নখরে যেসকল সাহসী সত্যদিল মর্দে মুজাহিদ জর্জরিত- এই রোদন কেবল তাদের জন্য, তার এই ক্রোধ এবং ধিক্কার জামাল নাসেরর জন্য তার হায়েনাসুলভ জুলুমের জন্য।

তিনিও নরপশুদের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত।

তার সমস্ত শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে তরতাজা পবিত্র রক্ত!

www.pathagar.com

জামাল নাসেরের লেলিয়ে দেয়া জঘন্য পিশাচদের হাত থেকে তিনি কেন, রক্ষা পাননি তরুণ, যুবক-যুবতী, এমনকি নব্বই বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও।

এইতো, একটু আগেও তিনি চাবুক আর হান্টারের ক্রমাগত আঘাতে বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন।

সংজ্ঞা ফিরে এলে আবার তিনি প্রাণ ভরে টেনে নিলেন সত্যের বাতাস।

সাহসী বৃষ্টি আর সত্যের ওপর অবিচল থাকার জন্য মুঠো মুঠো বারুদ স্ফুলিঙ্গ।

পৃথিবীর সকল পর্বতও এখন তার কাছে ম্রিয়মান।

লোহার শেকলে বন্দি তিনি।

হাতে হাতকড়া। শরীর ক্লান্ত। অবসন্ন।

না, কোনো কিছুতেই পরওয়া নেই তার। কেননা তার বুকে তখনও জিকির তুলছে আল্লাহর কালাম, রাসূলের ভালোবাসা।

তিনি প্রহরীবেষ্টিত।

পার হচ্ছেন হাবিয়াসম একেকটি নির্যাতনের সেল।

পার হচ্ছেন আর পাঠ করছেন আল কুরআনের সহসের উপমা।

পাঠ করছেন ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া নাম্নী সেই দুঃসাহসী মুজাহিদের কথা।

তিনি চলছেন প্রহরীর সাথে। কিন্তু অন্তর্চুক্ষ ভেদ করছে প্রতিটি সাহসীর হৃদয়।

তিনিও ক্রমাগত দুলে উঠছেন আত্মপ্রত্যয়ে।

'আম্মা! আমাদের আম্মা!'

কে! কে ডাকে এমন করে!

www.pathagar.com

এ কার উচ্চারণ!

কোন সন্তানের!

তিনি থমকে দাঁড়ান!

দেখেন আড়ায় লটকানো এক যুবকের আর্তনাদ।

তিনিও তার মত নৃশংস জুলুমের শিকার। যুবক কাতরস্বরে বলছেন, আম্মা! আল্লাহ পাক আপনাকে সত্যের ওপর অবিচল রাখুন।

তিনি শুনলেন আহত যুবকটির আর্তনাদ।

দেখলেন, তার দেহের ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্ত ঝর্ণার ঝিরঝির স্রোতের মত নেমে জমা হচ্ছে ফ্লোরের ওপর। তারপর সেটা জমাট বাঁধছে।

এতো সেই রক্ত! যে রক্তের ধারা থেকে উচ্চারিত হয় সত্যের পয়গাম!

এতো সেই রক্ত! যে রক্ত থেকে উৎপন্ন হয় জিহাদের বীজ!

তিনি হৃদয়ের সকল আবেগ এবং আকুতি একত্রিত করে আরজ করলেন, 'হে রাব্বুল আলামীন, তোমার দীনের মুজাহিদের ধৈর্য, শক্তি, সাহস এবং প্রশান্তি দাও! তুমি রহমত বর্ষণ করো।'

তিনি আবারও আশীষ কামনায় রত হলেন-

"হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! রাসূলের উত্তরসূরীরা। তোমরা ধৈর্য ও সাহস হারাবে না। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তোমাদের মনজিল জান্নাত।"

তার মুনাজাত শেষ না হতেই অত্যাচারী পশুরা তাকে এমনভাবে আঘাত করলো যে তনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়লো অসহ্য যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার মধ্যেও ফরিয়াদ জানালেন প্রভুর কাছে-

"হে আল্লাহ! হে আমার মালিক! তোমার সন্তুষ্টির পথে সব-সবই সহ্য করবো। হে আমার রব! আমাকে দান করো আত্মপ্রত্যয়। জালিমের জুলুম

www.pathagar.com

থেকে তুমি তোমার প্রিয় ঈমানদারদেরকে রক্ষা করো। আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির সাথে তোমার সকল পুরুস্কারের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি, যা তুমি আমাদেরকে ইসলাম, ঈমান এবং জিহাদের রূপে দান করেছো।"

আরজি শেষ না হতেই তার শরীরে বৃষ্টির মত আছড়ে পড়লো চাবুক এবং হান্টারের আঘাত।

আঘাত চলছে ক্রমাগত।

আঘাতের তীব্রতা যত বাড়ছে, ততোই তার মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সাহস ও শান্তির সেই বাণী 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

তিন.

হযরত খাব্বারের কথা তার স্মরণ হলো।

স্মরণ হলো হযরত বিলাল, আম্মারসহ সেই সকল সাহাবীদের (রা) কথা, যারা সত্যের কলেমা ঠোঁটে নিয়ে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন কাফের মুশরেকদের যাবতীয় অত্যাচার, নিপীড়ন আর অকথ্য নির্যাতন।

তিনি তাদের কাছ থেকে নিলেন সাহসের পাঠ।

নিলেন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর সত্যের ওপর অবিচল ও সুদৃঢ় থাকার মানসিক শক্তির সবক।

ততোক্ষণে তাকে আনা হয়েছে এক নিশ্চিদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দরোজায়। তারপর দরোজাটি একটু আলগা করেই তার ভেতর ঠেলে দিল তাকে।

কি ভীষণ ভয়ঙ্কর কক্ষ!

www.pathagar.com

কি নিকষ কালো অন্ধকার!

হঠাৎ আছড়ে পড়লো সুতীব্র আলোর ঝলকানি।

আলো আর আলো!

এতক্ষণে আলোর অভাবে চোখের ওপর যে চাপ পড়ছিল এখন আলোর বন্যায় তার চেয়েও শতগুণে কষ্ট বাড়ছে।

এ এক বিস্ময়কর এবং ভয়ঙ্কর অধ্যায়!

কিন্তু এর চেয়েও ভয়ঙ্কর বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তিনি চোখ মেলতেই দেখতে পেলেন এতটুকু সেই ছোট্ট কক্ষটিতে হিংস্র কুকুরের বসতি।

কুকুর!

সংখ্যায় বহু।

এরপর যা ঘটানোর জন্য তারা তাকে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়েছে, বস্তুত তাই ঘটলো।

বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জামাল নাসেরের কুকুরগুলো ক্রমাগত তাদের বিষদাঁত বিদ্ধ করে চললো তার শরীরে।

দেহের কোনো অংশই এখন তার অক্ষত নেই। ইতিপূর্বে চাবুক, হান্টার আর কিল-ঘুষির সাথে এবার যুক্ত হলো শাস্তির নতুন মাত্রা।

চোখ বন্ধ করে তিনি ফরিয়াদ জানালেন সেই মহান প্রভুর দরবারে-

"হে আল্লাহ! পৃথিবীর সবকিছু থেকে আমার সম্পর্ক ছিনিয়ে আমি কেবল তোমার সাথে আমার সম্পর্ক অটুট রাখছি। তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকলেই আমি সাফল্য মনে করবো। আমি জীবন ও দুনিয়ার সকল কিছুর বিনিময়ে কেবল তোমারই নৈকট্য চাই। তোমার রহমতের দরবারে আমাকে

www.pathagar.com

ঠাঁই দাও। আমাকে তোমার দীনের পথে ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও শাহাদাতের মৃত্যু দান করো। আমাদের তৌহিদবাদী প্রতিটি ব্যক্তিকে তুমি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় দান করো।"

এক সময় তাকে কুকুরের কক্ষ থেকে বের করে আনা হলো।

তিনি ভেবেছিলেন হিংস্র কুকুরের বিষদাঁতে তার সর্বশরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। পরিধানের কাপড় হয়ে গেছে রক্ত-লাল!

কিন্তু কি আশ্চর্য!

পরিধানের কাপড় রয়েছে আগের মতই পরিচ্ছন্ন এবং শরীরও রয়ে গেছে অক্ষত!

এও কি সম্ভব!

সম্ভবই বটে।

কারণ আল্লাহপাক যাকে ভালোবাসেন তাকে আর পরাস্ত করে কে?

কোন্ ভয়ঙ্কর দানব?

এভাবেই তো হযরত ইব্রাহিমের (আ) ওপর আগুনের কুণ্ড হয়ে গিয়েছিল শীতল। এভাবেই তো মূসার (আ) জন্য নীলনদের বুকে তৈরী করেছিল প্রশস্ত পথ।

রাব্বুল আলামীনের এ এক বিশেষ কুদরত।

আবার এর অপর পিঠে রয়েছে এক পরীক্ষার সূচি।

সেটা হলো ঈমানের পরীক্ষা।

আল্লাহর মনোনীত বান্দাকেই কেবল সেই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। কারণ তিনি দেখে নিতে চান, ঈমানের পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হতে পারে, আর কে হয়ে যায় ব্যর্থ কিংবা পরাজিত।

www.pathagar.com

তার ওপর চলছিল সামরিক কারাগারে সেই ধরনের পরীক্ষা।

নতুন নতুন ভয়াবহ শাস্তি আর পরীক্ষা তার জন্য প্রতীক্ষায় ছিল।

একে একে তিনি সেই সকল কঠিনতম শাস্তির স্তরগুলো পার হচ্ছিলেন।

কুকুরের কক্ষ, ইঁদুরের সেল, পানির সেল, আগুনের সেল, সাপের সেল, চাবুক, হান্টার, উল্টো ঝুলিয়ে চাবুকের আঘাত, অনাহার, পিপাসাসহ এমন কোন শাস্তি ছিল না যা তার ওপর প্রয়োগ করা হয়নি।

কিন্তু না, জামাল নাসেরের কোন শাস্তিই তাকে মিথ্যার বেড়িতে আটকাতে পারেনি। পারেনি তাকে সত্য থেকে তিলমাত্র দূরে রাখতে।

আঘাত ও শাস্তির তীব্রতা যত বেড়েছে, ততোই বেড়েছে তার ঈমান, সাহস ও ধৈর্যের পরিমাণ।

জামাল নাসেরের সকল শাস্তি, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, ভয়ভীতি এবং অপকৌশল- সব– সবই বিফল হলো। আর সফল হলো কেবল এক মহান সত্য।

চার .

এই সেই উত্তপ্ত মিশর।

যে মিশরের মিথ্যার পূজারী শাসকগোষ্ঠী ইমাম হাসানুল বান্নার মত বীর মুজাহিদকে ফাঁসির মাধ্যমে হত্যা করেছে।

হত্যা করেছে সাইয়েদ কুতুবসহ অসংখ্য বীর মুজাহিদকে।

মূলত হত্যা নয়, সেটা ছিল শাহাদাত।

মিশরের শাসকগোষ্ঠী ভেবেছিল বান্নার শাহাদাতের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যাবে মিশরের বুকে 'ইখওয়ান'।

www.pathagar.com

কিন্তু বাস্তব ছিল ভিন্ন।

এক বান্নার মধ্য থেকেই মিশরে জন্ম নিয়েছেন লাখো বান্না।

শুধু মিশরে নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বে রয়ে গেছে, নতুন করে জন্ম নিয়েছে লাখো- কোটি বান্না।

বস্তুত সত্যের সাহসী মুজাহিদরা কখনোই ভয় পান না জীবন দিতে। তারা সকল সময়ই প্রস্তুত থাকেন প্রভুর ডাকে সাড়া দেবার জন্য।

এই যে এখন, এখন তিনি, সেই দুঃসাহসী মুজাহিদ– নিজেকে প্রস্তুত করছেন প্রতিনিয়ত।

প্রস্তুত হচ্ছেন জামাল নাসেরের হিংস্র দানবদের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করার জন্য। কিন্তু কোনো ক্রমেই পরাজিত হবেন না স্বৈরাচার শাসক জামাল নাসেরের কাছে।

তিনি তিল তিল করে দিয়ে দিচ্ছেন তার শরীরের রক্ত। তবুও তিনি দীনের সংগ্রামী ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখবেন।

না, কোন শক্তি, শাস্তি কিংবা কোন প্রলোভনেই তিনি সত্য থেকে এতটুকু সরে আসবেন না।

ঠিক যেমনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,তাই-ই বাস্তবে রূপ দিলেন।

তার সাহসী ভূমিকার সম্মুখে এবং পরোক্ষে ছিলেন সেই সকল নির্যাতীত সাহাবী (রা), যারা শত নির্যাতনের মুখেও অবিচল ছিলেন সত্যের ওপর। আল্লাহ ও রাসূলকে (সা) ভালোবেসে তারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

ভাবছেন, তিনিও তো তাদেরই উজ্জ্বল উত্তরসূরী!

www.pathagar.com

পাঁচ.

হ্যাঁ, তিনি-

যার সত্যের দৃঢ়তা দেখে নীলনদ আড়ষ্ঠ হয়ে গেছে।

তিনি- যার ঈমানের শক্তি ও সাহসে মিশরের আকাশের বুকে জেগে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রত্যয়দীপ্ত নক্ষত্র।

মিশরের দুর্বিনীত বাতাসে ভেসে বেড়ায় যার নাম, যার সাহসে সালাম জানায় বিক্ষুব্ধ বৈশাখ, সমুদ্রের তরঙ্গমালা-

সেই তিনি– সত্যের এক সাহসী মানবী– যয়নব আল-গাজালী।

আজকের দিনেও তার সেই সাহস, ত্যাগ ও কুরবানী আল্লাহর পথের সত্য সৈনিকদেরকে প্রেরণা যুগিয়ে যায়।

বস্তুত ডেকে যায় নীলনদ তাদেরকে, যারা যয়নব আল-গাজালীর মত দুঃসাহসী এবং ঈমানের পরীক্ষায় কঠিনতম প্রত্যয়ী। ■

www.pathagar.com

জ্বলে তার ছায়া

হযরত জাবির (রা)!

একটি নাম, একটি ইতিহাস।

জাবির ছিলেন অসীম সাহসী।

ছিলেন সত্যের প্রতি পর্বতের মত অবিচল।

জাবিরের পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন আর এক সাহসের অগ্নেয়গিরি।

শেষ বয়সে তিনি পুত্রকে জিহাদ থেকে বিরত রেখে নিজেই ছুটে গেলেন উহুদের প্রান্তরে।

উহুদ!

এখানেই জমা হয়ে আছে অবাক-বিস্ময়। জমা হয়ে আছে ঈমান, ত্যাগ ও হাজারো সাহসের ফুলকি।

প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছেন আবদুল্লাহ।

তার ঘোড়ার খুরে বারুদ ছুটছে মরুভূমির রুক্ষ বালুতে।

তার তলোয়ার ঝলসে উঠছে বারবার।

প্রকম্পিত উহুদ!

লড়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

হঠাৎ থমকে গেল তার তরবারি।

স্থির হয়ে গেল তার শক্তিশালী দু'টি হাত।

শহীদ হয়ে গেলেন আবদুল্লাহ।

কাফিররা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো। বিকৃত করে ফেললো তার গোটা দেহ।

www.pathagar.com

সে কি বীভৎস দৃশ্য!

সে কঠিন বাস্তবতা!

পিতার সেই বিকৃত লাশ দেখলেন জাবির।

দেখলেন এবং এক অসম্ভব সাহসের বারুদ ভরে নিলেন আপন হৃদয়ে।

সেই বিকৃত লাশটি দেখলেন আবদুল্লাহর আদরের বোনও।

তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

এই সময় রাসূল (সা) শুনালেন তাদেরকে সেই বিস্ময়কর আনন্দের সুসংবাদটি।

দয়ার নবীজী (সা) বললেন,

'আবদুল্লাহর জন্য তোমরা কাঁদো আর না কাঁদো- যতক্ষণ লাশ না উঠাবে ততোক্ষণই ফেরেশতারা তাদের ডানা দিয়ে আবদুল্লাহকে ছায়া দিতে থাকবে।'

সত্য ও সাহসের কি অপূর্ব পুরস্কার!

কি অপূর্ব মহিমা!

এই ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা)।

তারই পুত্র জাবির (রা)!

সুতরাং যেমন পিতা, তার পুত্রও যে তেমনি হবে- এটা নিতান্তই জানা কথা।

জাবির ছিলেন প্রকৃত অর্থেই পিতার মত সাহসী সৈনিক।

ছিলেন সত্যের এক দুর্বার-দুঃসাহসী মুজাহিদ।

ঈমান ও জিহাদের ক্ষেত্রে জাবির যেমন ছিলেন অনন্য, ঠিক তেমনি ছিলেন জ্ঞানের ক্ষেত্রেও।

তার ছিল অসীম জ্ঞানপিপাসা।

www.pathagar.com

তিনি তাফসীর, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে ছিলেন এক অসাধারণ বিশেষজ্ঞ।

হাদিস শুনা এবং সংগ্রহের জন্য তিনি থাকতেন সর্বদা উদগ্রীব।

একটি মাত্র হাদিস শুনা ও সংগ্রহের জন্য তিনি বহু কষ্টকর পথ ভ্রমণ করতেন মাসের পর মাস।

জাবির একবার জানতে পারলেন, শামে (সিরিয়া) এমন একজন ব্যক্তি আছেন, যিনি স্বয়ং রাসূলের (সা) কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছিলেন।

জাবির সামান্য দেরি না করেই একটি উট কিনে, তার ওপর সওয়ার হলেন।

বহু কষ্টে তিনি পৌঁছুলেন শামে।

সময় লাগলো তার পুরো একটি মাস।

শামে পৌঁছেই তিনি সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করলেন।

তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস।

জাবির বাড়ির দারোয়ানকে বললেন, ভিতরে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসকে একটু বলুন যে, জাবির দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আবদুল্লাহর পুত্র জাবির?

জাবির বললেন, হ্যাঁ।

কথাটি শুনেই তার কাপড় টানতে টানতে ছুটে এলেন জাবিরের সাথে কোলাকুলি করতে। জাবির নিশ্চিত হলেন ইনিই আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস।

জাবির বললেন,

রাসূলের (সা) কাছে আপনি কিসাসের ব্যাপারে একটি হাদিস শুনেছেন বলে আমি জেনেছি। হাদিসটি আপনার মুখ থেকে শুনার আগেই আমি অথবা আপনি মারা যান কিনা, এই ভয়ে আমি ছুটে এসেছি।

www.pathagar.com

জাবিরের কথায় বিস্মিত হলেন আবদুল্লাহ।

তিনি রাসূলের (সা) কাছ থেকে শুনা হাদিসটি জাবিরকে শুনালেন।

এইভাবে একটি মাত্র হাদিস শুনার জন্য জাবির মিশর পর্যন্তও ছুটে গেছেন।

এমনি ছিল জাবিরের জ্ঞানপিপাসা।

হযরত জাবির সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে সর্বক্ষণ রাসূলের (সা) পাশে ছায়ার মত বিচরণ করতেন।

আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) জন্য তিনি তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

যাবতীয় ত্যাগ, ধৈর্য ও ঈমানের বলিষ্ঠ নজরানা পেশ করেছিলেন।

রাসূলকে (সা) রাজি-খুশি করার জন্য তিনি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

জাবির বহুবার রাসূলকে (সা) তার বাড়িতে দাওয়াত করে মেহমানদারি করেছেন।

রাসূল (সা) গোশত খুব পছন্দ করতেন।

মেহমানদারির সময় জাবির সেটা খেয়াল রাখতেন। রাসূলের (সা) খাবারের সময় জাবির গোশতের ব্যবস্থা রাখতেন।

রাসূলও (সা) বিভিন্ন দাওয়াতে জাবিরকে সাথে নিতেন। কখনো ঋণের প্রয়োজন হলে রাসূল (সা) ঋণ নিতেন জাবিরের কাছ থেকে।

জাবির যেমন রাসূলকে(সা) ভালো বাসতেন, রাসূলও (সা) ঠিক তেমনি তাকে ভালো বাসতেন।

জাবির ধন্য হয়েছিলেন রাসূলের(সা) সান্নিধ্য লাভে।

তিনি তার নিজের জীবনকে রাসূলের (সা) আদর্শে গড়ে নিয়েছিলেন।

জ্ঞান-গরিমায় যেমন, ঠিক তেমনি জাবির ছিলেন দয়া-মায়া দানশীলতায়ও অসাধারণ।

www.pathagar.com

হযরত জাবির ছিলেন খুবই সরল সোজা এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। অথচ তার চরিত্র ছিল উহুদ পর্বতের মতই সুস্থির ও সুদৃঢ়।

ব্যক্তি হিসেবেও তিনি তাই ছিলেন।

শুধু এই কারণে, এই তো এখনো সত্যের শত শত সৈনিকের হৃদয়ে জ্বলে তার প্রদীপ্ত ছায়া।

বস্তুত মজবুত ঈমানই মুমিনদেরকে সাহসী করে তোলে। করে তোলে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, ত্যাগী, সংযমী ও শিসাঢালা প্রাচীরের মত শক্ত ও মজবুত।

যে প্রাচীর ভেদ করতে পারে না কোনো কাফির কিংবা সত্যের দুশমন। তাদেরকে পরাজিত করতে পারে না মিথ্যার কুহকে ভরা কোনো বালুর পর্বত।

ঈমান– এমন সত্যনিষ্ঠ ঈমানই তো একজন মুমিনের কাম্য। ■

www.pathagar.com

দুঃসাহসী পতাকাবাহী

গোল হয়ে বসে গেছেন নক্ষত্রপুঞ্জ।

আলোকের সভাপতি স্বয়ং রাসূলে মকবুল (সা)

বদর!

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা চলছে।

রাসূল (সা) যদিও মহান নেতা, তবুও তিনি বদর যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছেন সাহাবীদের (রা) কাছ থেকে।

হযরত আবু বকর (রা) দ্বিধাহীনে ব্যক্ত করলেন তার অভিমত ও পরামর্শ।

এবার রাসূলের (সা) দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় বিজয়ী দুঃসাহসী এক মুজাহিদ- সাদ ইবন উবাদা (রা)।

তিনি বললেন ,

'হে আল্লাহর রাসুল! যার হাতে আমার জীবন, তাঁর জাতের কসম, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্র অভিযানের নির্দেশ দেন, আমরা তা দলিত-মথিত করে ছাড়বো। আর যদি শুকনো মাটিতে অভিযানের নির্দেশ দেন, তাহলে ইয়ামানের 'বারকে গিমাদ' পর্যন্ত উট ছুটিয়ে নিয়ে যাবো।'

উহুদ যুদ্ধ!

উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো, তখন যে চৌদ্দজন সাহাবী (রা) নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে রাসূলকে (সা) আগলে রেখেছিলেন, সাদ ছিলেন তাদেরই একজন।

রাসূল (সা) 'গাবা' অভিযান পরিচালনা করছেন।

www.pathagar.com

এ সময় দয়ার নবীজী (সা) তিনশো সদস্যের একটি বাহিনীর কর্মকর্তা বানিয়ে মদিনার নিরাপত্তার ভার প্রদান করলেন সাদের ওপর।

রাসূল (সা) মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত সাদ তার বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেলেন 'জিকারদ।' রাসূল (সা) প্রয়োজনবোধ করলেন সাহায্যের। তিনি মদিনায় খবর পাঠালেন।

রাসূল (সা) বার্তা পাওয়া মাত্রই সাদ দশটি উট বোঝাই করে খেজুর পাঠালেন রাসূলের (সা) কাছে।

এই অভিযানে সাদের (রা) ছেলে কায়সও ছিলেন একজন অশ্বারোহী সৈনিক। পিতার পাঠানো উট ও খেজুর তিনি যখন রাসূলের (সা) কাছে পেশ করলেন, তখন রাসূল (সা) ভীষণ খুশি হলেন। বললেন,

'হে কায়েস! তোমার পিতা তোমাকে ঘোড়সওয়ার করে পাঠিয়েছেন, মুজাহিদদের শক্তিশালী করেছেন, এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মদিনা পাহারা দিচ্ছেন।'

এরপর রাসূল (সা) দু'আ করলেন,

'হে আল্লাহ! সাদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের ওপর রহম করুন। সাদ ইবন উবাদা কতই না ভালো মানুষ!'

রাসূলের (সা) দু'আ শেষ হতেই উপস্থিত বাহিনীর ভেতর থেকে অনেকেই দারুণ খুশি হয়ে বললেন,

'হে রাসূল (সা)! তিনি আমাদের খান্দানের লোক, আমাদের নেতা এবং নেতার ছেলে।'

সাদকে নিয়ে তার পড়শিদের ছিল এমনই গর্ব।

মক্কা বিজয়ের পর এলো হুনাইন যুদ্ধ।

www.pathagar.com

এই যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের ঝাণ্ডা ছিল সাদের হাতেই।

এইসব যুদ্ধ ছাড়াও রাসূলের (সা) মদীনায় উপস্থিতির পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, ছোট-বড় প্রতিটি যুদ্ধেই সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন সাদ। প্রতিটি অভিযানেই তিনি ছিলেন আনসারদের পতাকাবাহী।

হযরত সাদ ছিলেন মদিনার ঐতিহ্যবাহী খান্দান-খাযরাজ গোত্রের নেতা। এই বিখ্যাত ও গৌরবময় গোত্রের তিনি ছিলেন সরদার।

সাদের পিতা ও পিতামহসহ উর্ধতন পুরুষরা ছিলেন দানশীল হিসাবে বিখ্যাত। তাদের সেই সুনাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মদিনায়।

সেই ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য হিসাবে সাদের মধ্যেও ছিল দানশীলতার এক মহান গুণ।

উহুদ যুদ্ধের সময় গোটা মদিনাই হয়ে পড়লো হুমকির সম্মুখীন।

ঠিক এই দুঃসময়েও সাদ নিজের বাড়ি ছেড়ে রাসূলের (সা) বাড়ি পাহারা দিলেন।

সাদ এইভাবে, এতেবেশী ভালো বাসতেন রাসূলকে (সা), যা সত্যিই বর্ণনাতীত।

সাদের পুত্রসহ গোটা পরিবারই ছিল আল্লাহ, রাসূল (সা) ও ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত।

আল্লাহ এবং রাসূলকে (সা) ভালোবেসে তিনি অকাতরে কুরবানী করেছেন তার সহায়-সম্পদ, সময় ও জীবন।

রাব্বুল আলামীনও তাকে করেছেন দারুণভাবে সম্মানীত।

দয়ার নবীজী (সা) সাদের জন্য একাধিকবার দু'আ করেছেন।

www.pathagar.com

সাদের জন্য ছিল এটা এক মহান পুরস্কার ও প্রাপ্তি।

সাদ যেমন ভালো বাসতেন রাসূলকে (সা), রাসুলও (সা) তেমনি, ভালো বাসতেন সাদকে।

রাসূলের (সা) ভালোবাসার কারণেই সাদ হতে পেরেছিলেন একাধিকবার যুদ্ধ-অভিযানের আনসারদের গৌরবজনক দু:সাহসী এক পতাকাবাহী।

এটা ছিল তার জন্য এক বিরল সম্মান।

মহান রাব্বুল আলামীনও এই ধরনের সত্যের দুঃসাহসী মুজাহিদকে দান করেন সম্মানজনক প্রতিদান।

এমন জীবন, এমনি সম্মানিত জীবনের প্রত্যাশা ও লোভ কার না থাকে!

যাদের থাকে তারাই ধন্য এবং তারাই বিজয়ী, আর যাদের এ ধরনের প্রত্যাশা থাকে না- তারা বড়ই হতভাগা।

আশার কথা বটে, আমরাও হতে চাই তেমনি ঈমানের বলে বলীয়ান, আল্লাহ, রাসূল (সা) ও দীনের পথে নির্ভীক দুঃসাহসী মুজাহিদ।

হতে চাই হযরত সাদের মত ঈমানের পরীক্ষায় বিজয়ী, ত্যাগী, সংগ্রামী ও পতাকাবাহী দু:সাহসী এক সাহসী মানুষ। ■

www.pathagar.com

প্রশান্তির তরু-তমাল

বয়স তার কতইবা!

সবে কৈশোর ছাড়িয়ে পা দিয়েছেন যৌবনে।

বয়সের চপলতায় আচ্ছন্ন যখন তার অন্য সাথীরা, তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেছেন এক প্রশান্তির ছায়াতলে। সবুজ তরু-তমালের নিচে।

সেই ছায়াদার বৃক্ষটির নাম- ইসলাম।

তিনি যখনই জেনেছেন ইসলামের কথা, যখনই কানে এসেছে নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) কথা, তখনই সেই ডাকে সাড়া দিলেন।

তিনি যেন এমনি একটি আহবানের অপেক্ষায় ছিলেন। যেন এমনি একটি আহবানের অপেক্ষায় ছিলেন।

যেন এমনি একটি প্রশান্তির তরু তমালের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

যখনই সেটার আহবান পেলেন, অমনি তার কাছে গিয়েই বললেন, লাব্বাইক! লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কি সৌভাগ্যবান যুবক!

চারপাশের কত আঁধার। কত পাপের হাতছানি। কিন্তু , না।

কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার।

তিনি এতকাল কেবল অপেক্ষায় ছিলেন সত্য আহবানের। আর যখনই সেই ডাক শুনলেন, অমনি হাজির হয়ে গেলেন।

তিনি সেই বিরল সৌভাগ্যবান যুবক, ইসলামের প্রাথমিককালে যারা সত্য দীনকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

আকাবার প্রথম শপথে যেদিন ছয়জন মদিনাবাসী রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে বাইয়াত করেন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন।

তার আবাস ছিল মদীনায়। বিখ্যাত গোত্র খাযরাজের বনী সালীম শাখার সন্তান। মদিনার কে না চেনে তাকে?

www.pathagar.com

একে তো গোত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, আবার আচার-ব্যবহার ও চরিত্র গুণেও শ্রেষ্ঠ। ফলে সকলের দৃষ্টি ছিল তার দিকে।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন মক্কায়।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি দ্রুত চলেন গেলেন আপন শহর মদিনায়।

বাড়িতে প্রতীক্ষায় রয়েছেন মা। সেই এক সৌভাগ্যবতী জননী!

তিনি মায়ের কাছে পৌঁছে গেলেন।

মায়ের মন!

বুকের ভেতর আগলে ধরলেন ছেলেকে।

হৃদয়ে তার কত প্রশ্ন। কত জিজ্ঞাসা!

এতদিন কোথায় ছিলিরে! আহারে বাছা আমার!

কত কষ্টে না জানি কেটেছে তোর বিদেশ-বিভূঁয়ে।

না, কোন জিজ্ঞাসাই উচচারিত হলো না মায়ের মুখে। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন কলিজার টুকরা ছেলের দিকে।

সেই চাহনিতে স্নেহ ছিল।

মমতা ও ভালোবাসা ছিল।

অভয় ও বিস্ময়ও ছিল।

যোগ্য মায়ের সোনার ছেলে!

তিনি বুঝে গেলেন মায়ের না বলা কথাগুলো।

মাকে পরম শ্রদ্ধার সাথে বললেন তার আলোর সন্ধানের কথা।

বললেন নবী মুহাম্মাদের (সা) কথা।

বললেন ইসলামের কথা।

আর জানালেন ইসলাম কবুলের খবর।

মায়ের দৃষ্টি বলে কথা।

মা বুঝে নিলেন স্নেহের আকুতির বিষয়-আশয়।

বুঝলেন ছেলের কল্যাণ প্রাপ্তির কথা।

পড়ে নিলেন ছেলের না বলা আবেগময়ী চোখের ভাষা।

www.pathagar.com

মা ভাবলেন, তবে আর দেরি কেন?

কেন দ্বিধা এবং শঙ্কা!

মূলত এটাই তো চেয়েছি সারাটি জীবন।

এটারই তো খোঁজ করেছি আশৈশব।

মা মেনে নিলেন ছেলের আরজি। বুঝলেন, যত কল্যাণ আর নিশ্চয়তা ও নির্ভরতা সে কেবল আছে ঐখানে, ইসলামের কাছে।

না, আর দেরি নয়।

অপেক্ষায় বৃথা সময় নষ্ট।

এমনিতেই তো চলে গেছে জীবনের অনেকটা বছর।

এইতো এখনই শ্রেষ্ঠ সময়।

উপযুক্ত সময় বটে নিজেকে সমর্পণ করার আল্লাহর রাস্তায়।

এ পথ বড় প্রশান্তির।

বড় আনন্দ ও তৃপ্তির।

এ পথটি বয়ে গেছে কেবল সৌভাগ্যবানদের জন্য।

মুহূর্তমাত্র দেরি করলেন না মা।

ছেলের কাছে দাওয়াত পাওয়া মাত্রই মা কবুল করলেন সেই চির কল্যাণ ও প্রশান্তির নির্ভরতার প্রতীক ইসলাম।

মায়ের ইসলাম কবুলে বেড়ে গেল নওজোয়ানের বুকে সাহসের তুফান।

সেটাই তো স্বাভাবিক!

মায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা যদি হকের পথে থাকে, তবে তার আর কিসের পরওয়া?

বুকে রয়েছেন মহান আল্লাহ এবং দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

www.pathagar.com

মাথার ওপর রয়েছেন মহান বারী তলোয়ার অপার করুণা।

এই সকল পাথেয় সাথে নিয়ে যুবকও এগিয়ে চললেন সামনে।

ক্রমাগত।

যুবকের একজন বন্ধু ছিলেন।

খুবই ঘনিষ্ঠ।

খুবই অন্তরঙ্গ।

নাম কাব ইবন আজরা।

বন্ধুটি তখন ছিলেন অমুসলিম।

তার বাড়ির কারো তখনো ইসলাম গ্রহণের নসীব হয়নি।

তাদের বাড়িতে ছিল বিরাট এক মূর্তি।

বন্ধু বলে কথা!

সকল সময় বন্ধুর জন্য কল্যাণ চিন্তা করাই প্রকৃত বন্ধুর কাজ।

যুবকও ভুলে যাননি সে কথা।

তিনি চিন্তা করতে থাকলেন, কিভাবে বন্ধুর বাড়ির মূর্তিটি সরানো যায়।

কিভাবে এই আঁধার ঘেরা বাড়িটাকে আলোকিত করা যায়।

কিভাবে?

ভাবতে থাকেন যুবক।

ভাবতে ভাবতেই তার শরীরে রক্ত ফিনকি দিয়ে ওঠে।

না, আজই এর একটা বিহিত করা চাই।

বন্ধুর বাড়ি।

বন্ধুর ওপর তার যেমন অধিকার আছে, তেমনি অধিকার আছে এই বাড়িটার ওপরও।

www.pathagar.com

তিনি এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেলেন বন্ধুর বাড়ি।

তারপর ভেঙ্গে ফেললেন সেই বিরাট মূর্তিটি।

কাব হতবাক হলেন বন্ধুর আচরণে।

এটা কি !

বন্ধুকে বুঝালেন নওজোয়ান, এটাই ইসলামের দাবি।

এটাই আল্লাহর হুকুম।

এটাই রাসূলের নির্দেশ।

তিনি নবী মুহাম্মাদ (সা) ও ইসলামের সুমহান দাওয়াত পেশ করলেন বন্ধু কাবের কাছে।

আল্লাহর রহমত!

তাঁর রহমতের আশ্রয়ে যিনি একবার আশ্রয় নেন তিনি তো তখন হয়ে যান অসীম সৌভাগ্যবান।

কাবও হলেন সে সৌভাগ্যের অধিকারী।

বন্ধুর দাওয়াত গ্রহণ করলেন তিনি।

গ্রহণ করলেন ইসলাম।

এখন তিনিও হয়ে গেলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাহর অর্ন্তভুক্ত।

হয়ে গেলেন রাসূলের (সা) সাথী।

মদিনার এই বিখ্যাত গোত্র।

গোত্রটির মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের কাজ আরও সহজতর হলো।

দুই বন্ধু মিলে এখন একই স্বপ্নের সামিয়ানার নিচে অবস্থান নিয়েছেন।

তারপর পথ চলেন সুসংবদ্ধভাবে, একই রাস্তায়।

এখন বেড়ে গেল তাদের বুকের সাহস।

www.pathagar.com

বেড়ে গেল দাওয়াতের ক্ষেত্র।

বেড়ে গেল কাজের পরিধি।

ইসলামের জন্য রাসূলের (সা) জন্য নিজের সকল কিছুই কুরবানী করে দিয়েছিলেন এই সত্যের সৈনিক।

বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন রাসূলের (সা) সাথে।

রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় যে পাঁচজন আনসারী সমগ্র কুরআন হিফজ করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও সম্মানিত সাহাবীদের একজন।

রাসূলের (সা) সময়ে মদিনায় আসহাবে সুফফার জন্য ইসলামের প্রথম যে 'মাদ্রাসাতুল কিরায়াহ' প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন সেই মাদ্রাসাটির পরিচালনার দায়িত্বে।

অতি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আসহাবে সুফফার সাহাবীরা তার কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি ছিলেন নক্ষত্রসম, কিংবা তারও চেয়ে উজ্জ্বল, আলোর অধিক।

এই বীর মুজাহিদ,

এই অবিস্মরণীয় সাহাবী,

এই সৌভাগ্যবান অসীম সাহসী সৈনিকের নাম- হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা)। ■

www.pathagar.com

সাহসের সামিয়ানা

সময়ের স্রোতে কত নাম হারিয়ে যায়।

কত নাম ভেসে যায়।

কিন্তু ঠিকই রয়ে যায় কিছু কিছু নাম কালের পিঠে।

ইতিহাসের পাতায়। রয়ে যায় আকাশের তারার সাথে মিশে।

চাঁদের বুকে।

জোছনার সোনামাখা হাসিতে।

সময় চলে যায়।

কাল ও মহাকালও চলে যায়।

কিন্তু অটুট ও অনড় রয়ে যায় সে নাম।

গাছের শাখা ও পাতারা জানে, সে নাম মোছে না কখনো।

পাখিরা জানে সে নাম দোল খায় হাওয়ার ডালে।

আকাশও জানে শত বৃষ্টিতেও ভেজে না সে নাম।

এমননি মহান সে নাম।

এমনি সে খ্যাতি কিংবা সম্মান।

এমন নাম রয়েছে অঢেল। চির স্মরণীয়, চির বরণীয়।

ঠিক তেমনি একটি নাম হযরত আফরা (রা)।

তিনি ছিলেন অসম্ভব এক ভাগ্যবতী সাহাবিয়্যা।

হযরত আফরা (রা)।

ইসলাম গ্রহণের আগেও ছিলেন সদা সতর্ক।

শিরক কিংবা কুফরের সাথে তার ছিল না দূরতম কোন সম্পর্কও।

শুধু সুন্দর আর সুন্দরের মধ্যেই নিজেকে রাখতেন ব্যস্ত।

মিথ্যার সিঁড়িতে পা রাখতেও সাহস পেতেন না।

www.pathagar.com

সেই আফরা (রা)!

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হয়ে গেলেন আরও মোমের মানুষ।

তখন তার সামনে কেবল আলো আর আলো।

কেবলি পবিত্রতার হাতছানি।

মাথার ওপর আছেন সর্বজ্ঞ রহমানুর রহিম।

আছে তাঁর শান্তির ছায়া- ইসলাম।

আছে আল কুরআন।

আর সামনে আছেন আলোর সভাপতি স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (সা)।

নবী মুহাম্মাদ (সা)!

রাসূল (সা) আমার।

তাঁর হৃদয় তো নয়, অসীম সাগর।

সেই সাগর ভরা কেবল ভালোবাসা। বিলিয়ে দেন অকৃপণে মানুষের জন্য।

সেই সকল মানুষ

যারা এসেছে কল্যাণের পথে।

আল্লাহর পথে।

ইসলামের পথে।

হযরত আফরা (রা)!

ইসলাম গ্রহণ করেছেন নিজেকে পবিত্র ও আলোকিত করার জন্য।

আখেরাতের মুক্তির জন্য।

রাসূল (সা) খুশি হলেন আফরা (রা) ইসলাম গ্রহণ করার জন্য।

তিনি দুয়া করলেন তার জন্য।

হযরত আফরা (রা) রাসূলের সাহাবিয়্যা হবার মত গৌরব অর্জন করলেন।

এর চেয়েও মহান গৌরব ও মর্যদা অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে!

www.pathagar.com

এই আফরাই (রা) আবার মুয়াজ, মুওয়াবিজ ও আওফ নামক ইতিহাস বিখ্যাত তিনটি সোনার পর্বত, দুঃসাহসী মুজাহিদের মা।

আফরার (রা) এই প্রাণপ্রিয় তিনটি ছেলেই যুদ্ধ করেছেন বদর প্রান্তরে।

বদর!

সেই ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে।

সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্যকারী যুদ্ধ।

বদর যুদ্ধের সম্মানিত তিন মুজাহিদের গর্বিত মা হযরত আফরা (রা)। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল আরও একটি বিশাল মর্যাদা।

কারণ, এই বদর যুদ্ধেই শহীদ হলেন তার দুই ছেলে।

সন্তানদের জন্য কান্না নয়।

শোক-তাপ নয়।

বরং দুই দু'জন শহীদের মা হতে পেরে তিনি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলেন। শুকরিয়া আদায় করলেন আল্লাহর।

তখনও সমানে চলছে তার সৌভাগ্যের চাকা।

তিনিই এক সময় দেখলেন।-

এই বদর যুদ্ধেই তার অসীম সাহসী ছেলেই হত্যা করলো ইসলামের সবচেয়ে ভয়ানক বড় দুশমন আবু জেহেলকে।

একই সাথে অনেক প্রাপ্তি!

আল্লাহ পাক যাকে কবুল করেন তাকে এইভাবেই দান করেন।

উপুড় করে দেন তাঁর রহমত, নিয়ামত আর বরকতের কলস।

সত্যপথে থাকলে কেবল এমনটি পাওয়া যায়।

আল্লাহর পথে অবিচল থাকলে এমনি রহমতের সৌভাগ্য হয়।

রাসূলকে (সা) ভালোবেসে পথ চললে এমনি পুরস্কার অর্জন করা যায়।

যারা সাহসী তারা পারেন।

www.pathagar.com

যারা ত্যাগী ও সংযমী তারা পারেন।

যারা আল্লাহর পথের পথিক তারা পারেন।

যেমন পেরেছিলেন হযরত আফরা (রা)। যেমন পেয়েছিলেন তার বিনিময়ে মহান রবের অঢেল নিয়ামত। বেশুমার রহমত ও বরকত।

যেমন মা হযরত আফরা (রা), তেমনই তার তিন সাহসী সন্তান।

তাদের মধ্যে থেকেও কেউ কারও থেকে কম নন।

সবাই সমান।

সবাই ছিলেন আল্লাহর পথে সত্যের সৈনিক।

ইসলামের সুশীতল ছায়া-আচ্ছাদিত।

আর ছিলেন রাসূলের (সা) ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় অতুলনীয়।

বদর প্রান্তর।

যুদ্ধ চলছে তুমুল গতিতে।

এ পাশে আলোর ফুলকিরা, অপর প্রান্তে কাফের দুশমন।

কাফেরদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আবু জেহেল।

এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আবু জেহেল।

হযরত আফরার (রা) দুই পুত্রের তরবারির আঘাতে আবু জেহেল নিহত হলো।

হযরত আফরার (রা) পুত্র হযরত মুয়াজ তরবারির আঘাতে আবু জেহেলের পায়ের নলার মাঝামাঝি থেকে কেটে ফেললেন।

সেই সময় আকরামা ইবন আবু জেহেল মুয়াজের কাঁধে তরবারির একটি আঘাত বসিয়ে দিল।

মুয়াজের আঘাতপ্রাপ্ত সেই হাতটি গোড়া থেকে ঝুলে থাকতো।

www.pathagar.com

সেটা তিনি পেছনের দিকে টেনে নিয়ে বেড়াতেন। এরপর সেটা যখন তাকে বেশী কষ্ট দেয়া শুরু করলো, তখন তিনি একদিন সেটা পা দিয়ে টেনে ছিড়ে ফেললেন।

হযরত আফরা (রা)!

এক মহীয়সী মা।

তার তিন সন্তান-মুয়াজ, মওয়াওবিজ এবং আওফও(রা) ছিলেন যেমন দুঃসাহসী, তেমনি ছিলেন একেকটি ওহুদ পর্বত।

তারা সকলেই ছিলেন সত্যের সৈনিক।

ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা।

ছিলেন ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত।

তারা ছিলেন রাসূল প্রেমে মশগুল।

আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) মহব্বতে তারা উৎসর্গ করেছেন তাদের সময়, শ্রম এবং জীবন।

তাদের মাথার ওপর ছিল ইসলাম ও ঈমান নামক সাহস এবং প্রশান্তির এক সুবিশাল সামিয়ানা। ■

www.pathagar.com

সুবাসিত ভোর

হযরত আয়িশা (রা)।

একটি নাম, একটি ইতিহাস এবং একটি ঝলমলে অধ্যায়।

হযরত আয়িশা ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদের (সা) স্ত্রী।

তিনি ছিলেন যেমন বিজ্ঞ ও রুচিসম্পন্না, তেমনি ছিলেন তাকওয়া ও পরহেজগারীতে অনন্যা।

তার গোটা জীবনটাই আমাদের জন্য শিক্ষা ও সাহসের উপমা।

হযরত আয়িশার (লা) শৈশব ও কৈশোরে ছিল জ্ঞান আহরণের এক সমুদ্রসমান তৃষ্ণা।

মানুষের শৈশব ও কৈশোর কাল হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সময়। সৌভাগ্যবশত আয়িশা (রা) এ বয়সের পুরোটা সময় নবীর (সা) একান্ত সান্নিধ্যে কাটে। ফলে তিনি এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন যাতে বিশ্বের মানব জাতির জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে যান।

গোটা কুরাইশ খান্দানের মধ্যে কুষ্টি বিদ্যা ও কাব্যশাসাস্ত্রে আবুবকর নিজের সন্তানদের জ্ঞান ও আদব-আখলাক শিক্ষা দানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

হযরত আয়িশার (রা) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সূচনা হয় রাসূলের (সা) ঘরে যাওয়ার পর।

হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার।

ইতিহাস, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল তার গভীর জ্ঞান।

ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন পিতার নিকট থেকে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থান থেকে যে সকল লোকজন ও প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে আসতো তাদের নিকট থেকে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতেন। আরবের চিকিৎসকরা যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিতেন, আয়িশা (রা) নিজের স্মৃতিতে তা ধরে রাখতেন।

হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন দানের ক্ষেত্রে উদার ও মুক্তহস্ত।

প্রতিবেশী একাধিক হলে কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এ বিষয়ে তিনি একদিন রাসূলকে (সা) প্রশ্ন করলেন।

রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ

যে প্রতিবেশীর দরজা তোমার ঘরের অধিক নিকটবর্তী, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না।

আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ তো মৃত্যুকে পছন্দ করেন না?

রাসূল (সা) বললেন,

আমার কথার অর্থ এটা নয়। এর প্রকৃত অর্থ হলো, মু'মিন ব্যক্তি যখন আল্লাহর রহমত, রিজামন্দী এবং জান্নাতের অবস্থার কথা শোনে তখন তার অন্তর আল্লাহর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আল্লাহও তার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকেন। আর কাফির ব্যক্তি যখন আল্লাহর আজাব ও অসন্তুষ্টির কথা শোনে তখন সে আল্লাহর সামনে যেতে অপছন্দ করে। আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ

'তাকে আসতে দাও। সে তার গোত্রের খুব খারাপ লোক।'

www.pathagar.com

লোকটি এসে বসলো। রাসূল(সা) অত্যন্ত ধৈর্য, মনোযোগ ও আন্তরিকতা সহকারে তার সাথে কথা বললেন।

আয়িশা (রা) খুব অবাক হলেন। লোকটি চলে গেলে বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো লোকটিকে ভালো জানতেন না। কিন্তু সে যখন এলো, তার সাথে এমন আন্তরিকতা ও নম্রভাবে কথা বললেন কিভাবে?

রাসূল (সা) বললেন ঃ

আয়িশা! সবচেয়ে খারাপ মানুষ ঐ ব্যক্তি যার ভয়ে মানুষ তার সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়।

একবার এক ব্যক্তি এসে কিছু সাহায্য চাইলো।

হযরত আয়িশার (রা) ইঙ্গিতে দাসী কিছু জিনিস নিয়ে তাকে দিতে চললেন।

রাসূল (সা) বললেন ঃ

আয়িশা! গুনে গুনে দেবে না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন।

আর একবার রাসূল (সা) বলেনঃ

আয়িশা ! খোরমার ছোট একটি টুকরাও যদি হয়, ভিক্ষুককে তাই দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচ। সেটি একজন ক্ষুধার্ত মানুষ খেলে তো কিছু হবে এবং তার পেট ভরবে। এর থেকে আর ভালো কি হতে পারে!

আর একবার রাসূল (সা) দু'য়া করলেনঃ

'হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং কিয়ামতের দিন দরিদ্রের সাথে ওঠাও।'

আয়িশা (রা) বললেন ঃ

কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ

সম্পদহীনরা সম্পদশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। আয়িশা! কোন ভিক্ষুককে কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেবে না। তা সে খোরমার

www.pathagar.com

একটি টুকরাই হোক না কেন। দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে নিজের পাশে বসাবে।

মূলত এমনি ছিল হযরত আয়িশার (রা) নিত্যদিনের পাঠ।

বিভিন্ন নৈতিক উপদেশ ছাড়াও নামায, রোযা, হজ, যাকাত, তথা দীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কথা রাসূলে পাক (সা) হযরত আয়িশাকে(রা) অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শিখাতেন।

আয়িশাও (রা) অতি আগ্রহ সহকারে তা শিখতেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেসব পালন করতেন।

হযরত আয়িশা (রা) রাত-দিনের বেশিরভাগ সময় ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

তিনি বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন।

একবার গরমকালে আরাফাতের দিনে রোযা রাখেন।

গরম ও সূর্যের তাপ এত তীব্র ছিল যে, তার মাথায় পানির ছিটে দেওয়া হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে তার ভাই আবদুর রহমান (রা) বলেন,

এই প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখার কি দরকার? ইফতার করে ফেলুন।

হযরত আয়িশা (রা) বললেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহর মুখ থেকে শুনেছি যে, আরাফাতের দিনে রোযা রাখলে সারা বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তারপরও আমি রোযা ভেঙ্গে ফেলবো?

আয়িশা (রা) অত্যন্ত কঠোরভাবে হজ্জ পালন করতেন। এমন বছর খুব কমই যেত, যে বছল তিনি হজ্জ আদায় করতেন না।

হযরত আয়িশা (রা) দাসদাসীদের প্রতি খুব সদয় ছিলেন। তিনি সুযোগ পেলেই নানা অজুহাতে দাস মুক্ত করতেন।

একবার একটি মাত্র কসমের কাফফারায় চল্লিশজন দাস মুক্ত করে দেন।

তার মুক্ত করা দাসদাসীর সংখ্যা সর্বমোট সাতষট্টিজন।

তামীম গোত্রের একটি দাসী ছিল তার।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনতে পান যে, এই গোত্রটি হযরত ইসমাঈলের (আ) বংশধর।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইঙ্গিতে তিনি দাসীটিকে মুক্ত করে দেন।

মদিনায় বুরায়রা নাম্নী এক দাসী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের ব্যাপারে তার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। তারপর তিনি মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন। সেকথা হযরত আয়িশার (রা) কানে গেলে তিনি একাই সব অর্থ পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করে দেন।

একবার হযরত আয়িশা (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন।

অনেকে বলতে লাগলো, কেউ হয়তো জাদু-টোনা করেছে।

তিনি এক দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জাদু করেছো? সে স্বীকার করলো। তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ

কেন?

দাসীটি বললো ঃ

যাতে আপনি তাড়াতাড়ি মারা যান, আর আমি মুক্ত হই।

হযরত আয়িশা (রা) নির্দেশ দেন ঃ

তাকে একটি মন্দ লোকের নিকট বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দাও।

তার এ নির্দেশ কার্যকরী করা হয়।

দাসীকে তিনি এ শাস্তি দিয়েছিলেন তার শরীয়াতবিরোধী কাজের জন্য।

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য তাদের মর্যাদা অনুযায়ী করা উচিত বলে আয়িশা (রা) মনে করতেন। সর্বদা তিনি এদিকে দৃষ্টি রাখতেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিৎ।

www.pathagar.com

শরীয়তের অতি সাধারণ আদেশ নিষেধের প্রতিও তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। ছোট ছোট নিষিদ্ধ কাজও এড়িয়ে চলতেন। পথ চলতে যদি ঘন্টাধ্বনি শুনা যেত, সাথে সাথে তিনি থেমে যেতেন, যাতে সে শব্দ কানে না যায়।

একটি জিন বার বার হযরত আয়িশার (রা) ঘরে প্রবেশ করতো।

তিনি তাকে এভাবে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে থাকেন। এমনকি তাকে হত্যার হুমকিও দেন।

তবুও সে আসতে থাকে।

একদিন তিনি লোহার একটি দণ্ড দিয়ে জিনটিকে হত্যা করেন। এরপর তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ একজন তাকে বলছেন, আপনি অমুককে হত্যা করেছেন, অথচ তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনি যখন পর্দা অবস্থায় থাকতেন তখন ছাড়া তিনি আপনার ঘরে ঢুকতেন না। তিনি যেতেন আপনার নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদিস শুনার জন্য।

হযরত আয়িশা (রা) তাঁর এই স্বপ্নের কথা পিতাকে বললেন।

তিনি তাকে রক্তপণ হিসাবে বারো হাজার দিরহাম সাদকা করে দেওয়ার জন্য বলেন।

জিনটি সাপের রূপ ধরে আসতেন। তার রক্তপণ হিসাবে হযরত আয়িশা (রা) একটি দাস মুক্ত করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বিরাট জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ আল্লাহর কিতাব এবং আহলে বায়ত (আমার পরিবার-পরিজন)।

www.pathagar.com

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আয়িশা (রা) সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য ও বাণী রেখে গেছেন, আয়িশাও (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য ও শিক্ষায় সেভাবে নিজেকে যোগ্য করে তুলেছেন।

তিনি স্বীয় স্বভাবগত তীক্ষ্ণ মেধা ও যোগ্যতা দ্বারা নিজেকে যেভাবে শাণিত করেছেন, তাতে আহলি বায়তের মধ্যে তার যে এক বিশেষ মর্যদার আসন ছিল, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

"নারী জাতির ওপর আয়িশার (রা) মর্যাদা তেমন, যেমন সকল খাদ্য-সামগ্রীর ওপর সারীদের মর্যদা (আরবের একটি বিশিষ্ট খাবার)।"

হযরত আয়িশা (রা) এক বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন।

যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আয়িশাকে (রা) স্ত্রী হিসাবে লাভের সুসংবাদ পান। মহান ফেরেশতা জিবরীল আমীন তাকে সালাম পেশ করেছেন। তিনি দুইবার জিবরীলকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেছেন। আর তিনিই যে আখিরাতের জীবনে রাসূলে পাকের স্ত্রী হবেন, সেকথাও রাসূল (সা) জানিয়ে গেছেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলতেন,

আমি গর্বের জন্য নয়, বরং বাস্তব কথাই বলছি। আর তা হলো, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা আর কারও দান করেননি। যেমন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহর(সা) স্বপ্নের মধ্যে আমার ছবি দেখিয়েছেন, আমার সাত বছর বয়সে রাসূল (সা) আমাকে বিয়ে করেছেন, নয় বছর বয়সে আমি স্বামীগৃহে গমন করেছি। যখন তিনি আমার ঘরে

www.pathagar.com

থাকতেন তখনও তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো, আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী, আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, জিবরীলকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাসূল (সা) আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমি তাঁর খলীফা ও তাঁর সিদ্দীকের কন্যা, আমাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে, আমার মাগফিরাত এবং জান্নাতে আমাকে উত্তম জীবিকা দানের অঙ্গীকার করা হয়েছে, আমারই ঘরে তাঁর কবর দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের আরো গৌরব ও মর্যদার কথা তিনি নিজেও যেমন বলেছেন, তেমনি আরো বহু সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন বহু গুণের অধিকারিণী।

জীবনের প্রতিটি বাঁকে রেখে গেছেন তার সেই গুণ ও যোগ্যতার ছাপ।

গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য তিনি অনুপ্রেরণার এক সত্যের প্রদীপ।

হযরত আয়িশা (রা)!

আয়িশা (রা) ছিলেন প্রকৃত অর্থে মুমিন- মুসলমানের জন্য ফুলের গন্ধে ভেজা এক সুবাসিত ভোর।

যার তুলনা কিংবা উপমা আজো মেলে না।

মিলবেও না কখনো। ■

www.pathagar.com

নবীন নক্ষত্র

একেবারেই কিশোর বয়স।

এই বয়সেই তো আমাদের চারপাশের ছেলেরা মগ্ন থাকে খেলাধুলায়। হাডুডু, বুড়ি চু, ক্রিকেট, ফুটবল কিংবা ঘুড়ি ওড়ানো। কত খেলা!

কতশত ব্যস্ততা!

কিন্ত না, বয়স কম হলেই যে খেলায় সর্বদা মগ্ন থাকা যায় না, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা যায়- তার বাস্তব স্বাক্ষর রেখে গেলেন এক অসীম সাহসী কিশোর।

কিশোরটির নাম উমাইর।

পুরো নাম উমাইর ইবন আবু ওয়াককাস।

বয়সে কিশোর হলে কি হবে?

মনের দিক দিয়ে তিনি যে কোনো তরুণ এবং যুবকের চেয়েও সাহসী।

সাহসের ফুলকি ঝরে তার চোখ দিয়ে।

সাহস ঝরে তার প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে।

হৃদয় তো নয়, যেন টগবগে ঘোড়া কিংবা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি!

মক্কার মাটিতে দয়ার নবীজী (সা) ইসলাম প্রচার করছেন।

সে খবরটি জেনে গেছে মক্কার আকাশ।

জেনেছে মক্কার বাতাস।

জেনেছে সেখানকার প্রতিটি ধুলিকণা।

দয়ার নবীজীর আহবানে একে একে সাড়া দিচ্ছেন সত্যপিয়াসী আলোর আবাবিল।

www.pathagar.com

সংখ্যায় তারা বেশী নন।

কিন্তু বিশ্বাস ও মনের শক্তিতে তারা বিশ্ব বিজয়ী।

ইসলামের একেবারেই প্রথম দিক।

বলতে গেলে ঊষাকাল।

সেই সময় নবীজীর দাওয়াতে সাড়া দিলেন হযরত সা'দ (রা)।

সা'দ ছিলেন উমাইরের বড় ভাই।

সাদের ইসলাম গ্রহণের কালটা খুব কাছ থেকে দেখলেন উমাইর।

বয়স কম কিন্তু তার মেধা, মনন এবং বিবেকের পরিপক্কতায় কোন কমতি নেই।

বড় ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণের সুবাসিত ঘ্রাণটি তিনি গ্রহণ করলেন।

আহ! সেকি সুবাস!

স্থির থাকতে পারলেন না উমাইর।

ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণের পরপরই তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

আর দেরি সইছে না।

তিনি অস্থির হয়ে গেলেন।

মুহূর্ত কালও তার আর তর সইছে না।

তিনি ছুটে গেলেন রাসূলের (সা) কাছে।

তারপর নবীকে (সা) জানালেন তার ব্যাকুলতার কথা।

জানালেন ইসলাম কবুলের কথা।

রাসূল (সা) আমার। দয়ার সাগর!

পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন কিশোরের দিকে।

মুচকি হাসলেন।

www.pathagar.com

নবীজীর (সা) হাসি!

তাঁর হাসিতে আঁধার পালায়।

জেগে ওঠে নক্ষত্র।

জাগে চাঁদ- জোসনা।

গোটা পৃথিবী তখন ঢেউ টলোমল।

কিশোর একবুক প্রত্যাশা ও কামনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাসূলের (সা) সামনে।

বুকটা তার ওঠা-নামা করছে শংকায় ও সম্ভাবনায়।

না জানি কি হয়!

রাসূল (সা) খুশি হলেন কিশোরের ব্যাকুলতায়। তার আবেগও উচ্ছাসে।

রাসূল (সা) তাকে অভয় দিলেন।

তাকে আশ্বস্ত ও প্রশান্ত করলেন।

কিশোর এখন দারুণ খুশি!

হঠাৎ তার মনটা হয়ে গেল দুকূল ভরা পদ্মপুকুর।

স্বপ্ন তার সত্য হলো।

আর কি চাই!

ভাবেন তিনি।

রাসূল (সা) আছেন সাথে আমার।

বুকে আছেন মহান প্রভু।

ইসলাম আমার পথের আলো।

সত্যিই তো, আর কি চাই?

কিশোরের বয়স মাত্র চৌদ্দ।

www.pathagar.com

চৌদ্দ বছরের এই দুঃসাহসী মুজাহিদ যাত্রা করলেন মক্কা থেকে।

লক্ষ্য তার মদিনা।

বড় ভাই সা'দ আছেন মদিনায়। তিনিও হিজরাত করেছেন সেখানে।

কিন্তু কেন? সে কেবল রাসূলের (সা) নির্দেশ।

উমাইর ইসলাম গ্রহণের পর আর তিষ্টতে পারলেন না মক্কায়।

যারা ছিল এতদিন খেলার সাথী তারাই গেল বিগড়ে।

যারাই তাকে আদর- সোহাগে কাছে টেনে নিত, তারাই হলো প্রতিপক্ষ।

যারাই ছিল কাছের মানুষ, তারা হলো দুষমন।

কি ভয়ংকর এক পরিবেশ!

যেন দাউ দাউ আগুনের কুণ্ডলি!

ইচ্ছা থাকলেও উমাইর আর টিকতে পারলেন না মক্কায়।

সেই চৌদ্দ বছর বয়সে, কেবল ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে ছাড়তে হলো

জন্মভূমি মক্কা।

ছাড়তে হলো প্রিয় স্বদেশ।

প্রাণের মাটি।

হাঁটছেন কিশোর দুর্গম মরুপথ ভেঙ্গে।

ভেঙ্গে যাচ্ছেন পাথর আর লুহাওয়া।

পাহাড় পর্বত বন্ধুর পথ মুষড়ে পড়ছে তার পেছনে।

তার হৃদয়ে স্বদেশ ছাড়ার কষ্ট।

কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগার সান্ত্বনা বেশী।

ভাবছেন তিনি।

যত তৃপ্তি সে কেবল আল্লাহ ও রাসূলের (সা) ভালোবাসায়।

www.pathagar.com

মুহূর্তেই তিনি ভুলে গেলেন পেছনের মায়া।

মদিনায় আছেন উমাইর।

মাথার ওপর বিশাল আকাশ।

কাছেই দয়ার নবীজী (সা)।

আনন্দ আর খুশি ধরে না তার হৃদয়ে।

উথলে ওঠে ক্রমাগত।

দ্বিতীয় হিজরী।

রাসূল (সা) সত্যের সেনানীদেরকে কাছে ডাকলেন।

বললেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও।

রাসূলের (সা) নির্দেশ!

এ যেন যুদ্ধ নয়- ঈদের প্রস্তুতি।

চারপাশে সাজসাজ রব।

কে যাবেন কার আগে- তারই প্রতিযোগিতা।

রাসূল (সা) আমার মহান সেনাপতি।

তিনি দেখছেন সবাইকে।

দেখছেন আর পরখ করে নিচ্ছেন সোনার মোহর।

বড় ভাই সা'দ (রা)।

তিনি তো বয়স এবং শক্তিতে উপযুক্ত।

কিন্তু উমাইর?

তার বয়স যেমনি কম, তেমনি শরীর-স্বাস্থ্যও ক্ষীণ।

তবুও জিহাদের ময়দান বলে কথা!

শাহাদাতের মহান হাতছানি।

www.pathagar.com

কে আর পিছে পড়তে চান!

উমাইর!

তিনিও কারো থেকে পেছনে পড়তে চান না।

বড় ভাই সা'দ যদি জানতে পারেন তাহলে এক ধমকে তাকে বসিয়ে দিতে পারেন।

সুতরাং তার চোখ ফাঁকি দেয়াই উত্তম।

উমাইর তাই করলেন।

বড় ভাইয়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনিও হাজির হয়েছেন জমায়েতে।

তিনিও যেতে চান জিহাদে।

উমাইর সাদের দৃষ্টি ফাঁকি দিতে চাইলেও কাজ হলো না।

সা'দ ঠিকই দেখতে পেলেন তার আদরের ছোট ভাই কি এক অস্থিরতায় ঘুরছে তার থেকে দূরে।

বিক্ষিপ্তভাবে।

প্রাণপ্রিয় ছোট ভাইকে হাত ইশারায় ডাকলেন সা'দ।

জিজ্ঞেস করলেন,

তোমার কি হয়েছে? এমন অস্থিরভাবে ঘুরছো কেন?

উমাইর কোনোপ্রকার রাখঢাক না করেই বললেন,

ভাইজান!আমিও আপনাদের সাথে জিহাদে যেতে চাই।

বলো কি? সাদের চোখেমুখে বিস্ময়।

উমাইর বললেন,

হ্যাঁ ভাইজান, আমি জিহাদে যাবো। হতে পারে আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদাত দান করবেন। শাহাদাতের পিপাসায় আমি দারুণভাবে কাতর।

www.pathagar.com

কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে-

ভয়? বড় ভাই সা'দ ছোট ভাইয়ের ভয়ের কারণ জানতে চান।

উমাইর বললেন,

ভয় হচ্ছে, না জানি দয়ার নবীজী আমার বয়সের কথা বিবেচনা করে হয়তো বা জিহাদে যেতে দেবেন না।

ছোট ভাইয়ের কথায় একদিকে আনন্দ আর অন্যদিকে শংকায় দুলে উঠলেন সা'দ।

রাসূল (সা) একে একে নির্বাচন করছেন মুজাহিদদের।

এক সময় দয়ার নবীজী (সা) এগিয়ে এলেন উমাইরের কাছে।

সত্যিই!

সত্যিই উমাইরের কাছে এসে রাসূল (সা) থমকে দাঁড়ালেন।

খুশিভরা কণ্ঠে বললেন, ফিরে যাও। তুমি ফিরে যাও উমাইর। তোমার বয়স নেহায়েত কম। জিহাদে যাবার বয়স এখনো তোমার হয়নি।

রাসূলের (সা) কথা শেষ না হতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন উমাইর।

উমাইরের জিহাদে যাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হলেন রাসূল (সা)। মুগ্ধ হলেন তার শহীদ হবার আকুল বাসনায়।

জীবনের চেয়ে শাহাদাত যে এতটা কামনার ও প্রাণপ্রিয় হতে পারে- উমাইরকে না দেখলে তা বুঝে ওঠাই কঠিন।

উমাইরের সুতীব্র বাসনা ও কামনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন রাসূল (সা)। তিনি এবার সম্মতি দান করলেন।

জিহাদে যাবার জন্য রাসূলের (সা) সম্মতি পাবার সাথে সাথেই উমাইর খুশিতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

www.pathagar.com

এযেন ঠিক চৈত্রের দাবদাহের পর ফাটা জমিনের বুকে অঢেল বৃষ্টি!

মুখরিত গাছপালা, শস্যের দিগন্ত মাঠ!

যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেয়েছেন উমাইর।

এখন বয়স তার মাত্র ষোল বছর।

তিনি জানেন না যুদ্ধ কাকে বলে।

কেমন করে যুদ্ধ করতে হয়।

কেমন করে ধরতে হয় ধারালো তরবারি।

কিন্তু এসব কোনো সমস্যাই তাকে পরাস্ত করতে পারলো না।

বড় ভাই সা'দই হাতে-কলমে সবই শিখিয়ে দিলেন ছোট ভাই উমাইরকে।

শেখালেন কিভাবে ধরতে হয় তরবারি।

কিভাবে করতে হয় যুদ্ধ।

বড় ভাই সা'দ এখন তার যুদ্ধের কৌশল শেখানোর শিক্ষক।

তিনি যতটুকু সম্ভব শিখে নিলেন যুদ্ধের নানা কলাকৌশল।

এক সময় শুরু হলো যুদ্ধ।

সত্যের মুজাহিদের মধ্যে আছেন ষোল বছরের এক কিশোর উমাইর।

তিনি দুঃসাহসী এক ঈগল।

ডানায় তার ঝড়ের ক্ষিপ্রতা।

তরবারিতে আগুনের হলকা।

তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন।

ক্রমাগত সামনে।

আরও সামনে।

একসময় শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে তিনি প্রবেশ করলেন ভেতরে।

www.pathagar.com

বহুক্ষণ বীরত্বের সাথে লড়লেন কাফিরদের সাথে।

লড়ছেন। লড়ছেন ক্রমাগত।

কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কিছুতেই পূরণ হচ্ছে না।

পূরণ হচ্ছে না শহীদ হবার দুর্বার আশা।

ভাবছেন- কোথায় সেই শহীদের মঞ্জিল?

কোথায়? আর কতদূর!

ভাবতে ভাবতে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন উমাইর।

যুদ্ধ করছেন।

হঠাৎ তার শরীর স্পর্শ করলো এক কাফিরের ধাতব অস্ত্র।

তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, এই তো!

এই তো সেই একান্ত কামনার মুহূর্ত!

এই তো সেই পরম তৃষ্ণার পানি!

আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন তিনি শাহাদাতের কোমল কফিনে।

পান করলেন শাহাদাতের তীব্র তৃষ্ণার আবে জমজম।

প্রশান্ত হলো উমাইরের প্রবল পিপাসা।

হযরত উমাইর!

ষোল বছরের এক কিশোর শহীদ!

তিনি এখনও পৃথিবীর সত্যের সকল কিশোর সৈনিকের সামনে জ্বলজ্বল করে জ্বলছেন।

জ্বলে আছেন দুঃসাহসী উমাইর- অবাক পুরুষ- এক উজ্জল নবীন নক্ষত্র।■

www.pathagar.com

কিশোর গল্প-২

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

অবাক করা আলোর পরশ

মোশাররফ হোসেন খান

RPAC

রহমত পাবলিকেশন্স এন্ড অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার

ঢাকা